বিল

২০১৮ সনের ----নং আইন

# কপিরাইট আইন - ২০১৮

কপিরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সালে সংশোধিত) সংশোধন ও সুসংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু কপিরাইট সংক্রান্ত বিধানাবলী সংশোধন ও সুসংহতকরণের উদ্দেশ্যে উহার সংশোধনপূর্বক পুনঃপ্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

## অধ্যায়-১
## প্রারম্ভিক

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন।**- (১) এই আইন কপিরাইট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।
(২) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞার্থ।**- বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে -
(১) **"অনুলিপি"** অর্থ বর্ণ, চিত্র, শব্দ বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করিয়া লিখিত, শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, চলচ্চিত্র, গ্রাফিক্স চিত্র বা অন্য কোন বস্তুগত প্রকৃতি বা ডিজিটাল সংকেত আকারে কোন কর্মের পুনরুৎপাদন (স্থির বা চলমান), দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক বা পরাবাস্তব নির্বিশেষে;
(২) **"অনুলিপিকারী যন্ত্র"** অর্থ কোন যন্ত্র বা যান্ত্রিক বা ডিজিটাল কৌশল বা পদ্ধতি যাহা কোন কর্মের যে কোন ধরণের অনুলিপি তৈরি বা পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় বা হইতে পারে;
(৩) **"অর্থনৈতিক অধিকার"** অর্থ প্রণেতার কর্মটিকে বাণিজ্যিক উপায়ে ব্যবহার করিয়া অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হইবার উপায়;
(৪) **"অভিযোজন"** অর্থ-

(ক) নাট্য কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটিকে নাট্য কর্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্মে রুপান্তর;

(খ) সাহিত্য বা শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, অভিনয় বা অন্য কোন উপায়ে জনসমক্ষে রুপান্তর;

(গ) সাহিত্য বা নাট্যকর্মের ক্ষেত্রে, কর্মের সংক্ষেপকরণ বা কর্মটির এমন অনুবাদ যাহাতে উক্ত কর্মের বিষয় বা প্রভাব সম্পূর্ণরুপে বা প্রধানতঃ পুস্তক, সংবাদপত্র, পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা সাময়িকীতে পুনঃপ্রকাশের জন্য যথাযথ ছবির মাধ্যমে প্রকাশ করা;

(ঘ) সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে, উহার যে কোন বিন্যাস বা প্রতিলিপিকরণ (transcription);

(ঙ) অন্য কোন কর্মের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর্মের পুনর্বিন্যাস বা পরিবর্তনক্রমে ব্যবহার।

(৫) **“অনুসন্ধান”** অর্থ কপিরাইটসংক্রান্ত কোন তথ্য অবগত হইবার অথবা কোন অভিযোগ প্রমান বা বিচারার্থে গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত পরিদর্শন, কোন তথ্য গ্রহণ, মূদ্রিত বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত দালিলিক নিরীক্ষণ, সরেজমিন পরিদর্শন ও অন্য যেকোন ধরণের তদন্তানুষ্ঠান;

(৬) **“আলোক চিত্রানুলিপি”** অর্থ কোন কর্মের ফটোকপি বা অনুরুপ অন্য মাধ্যমে প্রণীত অনুলিপি;

(৭) **“একচেটিয়া লাইসেন্স”** অর্থ এমন লাইসেন্স যাহা দ্বারা কেবলমাত্র লাইসেন্স প্রাপক বা লাইসেন্স প্রাপক হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে কপিরাইট স্বত্ব অর্পিত হয় এবং একচেটিয়া লাইসেন্স প্রাপক তদনুসারে ব্যাখ্যাত হইবে;

(৮) **“কপিরাইট সমিতি”** অর্থ এই আইনের ধারা ৪৪ এর উপধারা (৩) এর অধীন নিবন্ধিত কোন সমিতি;

(৯) **“কপিরাইট লঙ্ঘনমূলক অনুলিপি”** অর্থ-

(ক) সাহিত্য, নাট্য, সংগীত বা অন্য কোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, অন্য কোনভাবে সমগ্র কর্ম বা উহার অংশ বিশেষের পুনরুৎপাদন;

(খ) চলচ্চিত্র বা ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে, উক্ত কর্মটির সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক যন্ত্র, ডিজিটাল পদ্ধতি বা অন্য যে কোন যন্ত্র বা পন্থা ব্যবহারপূর্বক উহার পুনরুৎপাদন বা প্রণয়ন, যাহা প্রদর্শিত হউক বা না হউক;

(গ) শব্দ-ধ্বনি ধারণের ক্ষেত্রে যে কোন মাধ্যমে হুবহু শব্দ-ধ্বনি ধারণকারী অন্য যে কোন রেকর্ড;

(ঘ) এই আইনের অধীন সম্প্রচার, পুনরুৎপাদন অথবা সম্পাদনকারীর অধিকার বিষয়ক কোন প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে, এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘনক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের পূর্ণ বা আংশিক চলচ্চিত্র বা শব্দ-ধ্বনি ধারণ বা তৈরি করা বা আমদানি করা বা অননুমোদিতভাবে প্রচার করা;

(ঙ) কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের ক্ষেত্রে কোন কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষের পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার;

(১০) **“কম্পিউটার”** অর্থ মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক, ম্যাগনেটিক, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ডিজিটাল বা অপটিক্যাল বা অন্য কোন পদ্ধতির ইমপালস ব্যবহার করিয়া লজিক্যাল বা গাণিতিক যেকোন একটি বা সকল কাজ কর্ম সম্পাদন করে এমন যেকোন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম অন্তর্ভূক্ত হইবে, অধিকন্তু ডিজিটাল যন্ত্রও বুঝাইবে;

(১১) “**কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্ম**" অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট ফলাফল পাইবার উদ্দেশ্যে তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে এমন যন্ত্র যথা কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা কোন ডিজিটাল যন্ত্র ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সৃষ্ট ও ব্যবহৃত সৃজনশীল কার্য, যাহাতে উহার অন্তর্ভুক্ত তথ্য-উপাত্ত, সোর্স কোড, সারণি, চার্ট, গ্রাফ, শব্দ-ধ্বনি, চিত্র, চলমান চিত্র, নকশা, টেক্সট, নির্দেশনা, সংকেত এবং এই ধরনের কর্ম ব্যবহার করিবার নির্দেশিকাকেও বুঝাইবে;

(১২) **“কর্ম”** অর্থ নিম্নলিখিত একক, যৌগিক বা যৌথ যে কোন কর্ম, যথাঃ-

(ক) সাহিত্য, নাট্য, সংগীত ও শিল্পকর্ম;

(খ) চলচ্চিত্র;

(গ) শব্দ-ধ্বনি ধারণ;

(ঘ) স্থাপত্য, নকশা বা মডেল:

(ঙ) সম্প্রচার;

(চ) ডাটাবেইজ;

(ছ) কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্ম যথা কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যার ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করিয়া নির্মিত কম্পিউটার, মোবাইল ফোন বা অন্য কোন ডিজিটাল মিডিয়ায় ব্যবহারের নিমিত্ত কোন সফ্‌টওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফ্‌টওয়্যার বা অনুরূপ কোন মৌলিক ডিজিটাল কর্ম; এবং

(জ) লোক-জ্ঞান বা লোক-সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি;

(১৩) **"খোদাই"** অর্থ ফটোগ্রাফ ব্যতীত ধাতব বস্তু, কাঁচ, পাথর বা কাঠের উপর বা অভ্যন্তরে খোদাই কর্ম, ছাপ এবং অনুরূপ অন্যান্য কর্ম অন্তর্ভুক্ত;

(১৪) **"গ্রন্থাগার"** অর্থ যে কোন মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষিত গ্রন্থের ভান্ডার বুঝাইবে;

(১৫) **"চলচ্চিত্র"** অর্থ যে কোন মাধ্যমে দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিচ্ছবিসমূহের ধারাক্রম যাহা হইতে চলমান চিত্র তৈরি করা যায় এবং যাহা শব্দ-ধ্বনি ধারণ সহযোগে দৃশ্যমান কর্ম তৈরি করে। অধিকন্তু "চলচ্চিত্র" বলিতে ভিডিও, ছবিসহ ক্যাসেট, ভিডিও সি, ডি, এল, ডি, ইন্টারনেট, ক্যাবল নেটওয়ার্ক, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা ভবিষ্যতে চলচ্চিত্রের অনুরূপ কোন মাধ্যমে তৈরি করা যায় এমন কর্মকে বুঝাইবে;

(১৬) **"জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ"** অর্থ যেকোন কর্মের অনুলিপি সরবরাহ না করিয়া উক্ত কর্ম জনসাধারণের দেখা, শোনা বা অন্যভাবে তার ও বেতারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ উপভোগের সুযোগ করা বা যেকোন প্রকারের প্রদর্শনী বা প্রচারণার মাধ্যমে অনুরুপ সুযোগ সৃষ্টি করা, জনসাধারণের মধ্যে কেহ অনুরুপভাবে কর্মটি প্রকৃতই উপভোগ করুক বা নাই করুক;

ব্যাখ্যা।- এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কৃত্রিম উপগ্রহ (satellite), তার (cable) অথবা অন্য কোন যুগপৎ মাধ্যমে একই সাথে একের অধিক গৃহ বা বাসস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, আবাসিক হোটেল অথবা হোটেলের একাধিক কক্ষের সহিত একই সঙ্গে যোগাযোগকে "জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ" বুঝাইবে;

(১৭) **"জাতীয় গ্রন্থাগার"** অর্থ সরকার কর্তৃক স্থাপিত বা স্বীকৃত জাতীয় গ্রন্থাগার;

(১৮) **"দন্ড-বিধি"** অর্থ-The Penal Code, 1860 (XLV of 1860);

(১৯) **"দেওয়ানী কার্যবিধি"** অর্থ The Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908);

(২০) "ডাটাবেইজ" অর্থ ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন পদ্ধতিগতভাবে বিন্যস্ত স্বকীয় কর্মের সংগ্রহ যাহাতে ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন পদ্ধতিতে ব্যবহারের সুযোগ বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে কোন সাহিত্য কর্মের ডাটাবেইজ হইবে উক্ত কর্মের মৌলিক বিন্যাস যাহা উক্ত কর্মে প্রণেতার নিজস্ব মেধার প্রকাশ বিদ্যমান থাকে;

(২১) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(২২) **"নাট্যকর্ম"** অর্থ চলচ্চিত্র ব্যতীত কোন সাহিত্যকর্মের সবাক বা নির্বাক একক বা সমবেত অভিনয় সরাসরি বা কোন প্রচার মাধ্যমে প্রদর্শনী, দৃশ্য-বিন্যাস, বিনোদনের উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক;

(২৩) **"পঞ্জিকাবর্ষ"** অর্থ ১ জানুয়ারি হইতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইংরেজী পঞ্জিকাবর্ষ;

(২৪) **"পান্ডুলিপি"** অর্থ হস্তলিখিত, যান্ত্রিক বা ডিজিটাল বা অন্য কোন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত কর্ম প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত উহার মূল দলিল, উহার পরিকল্পনা, নকশা, ডিজাইন, লেআউট, টোকা ও সংকেত;

(২৫) **"পুনঃসম্প্রচার"** অর্থ কোন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের দ্বারা বাংলাদেশ বা অন্য দেশের কোন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের অনুষ্ঠান যুগপৎ বা পরবর্তীকালে সম্প্রচার এবং ডিজিটাল, তার বা তারবিহীন মাধ্যমে এরূপ অনুষ্ঠান বিতরণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৬) **"পুস্তক"** অর্থ যে কোন ভাষায় প্রত্যেক খন্ড, খন্ডের অংশ বা ভাগ এবং আলাদাভাবে মুদ্রিত বা প্রস্তরে অঙ্কিত বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত, সাহিত্য কর্ম, কথা, মানচিত্র, চার্ট বা নকশা অন্তর্ভুক্ত, যাহাতে কোন সংবাদপত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২৭) **"প্লেট"** অর্থ যে কোন মুদ্রণফলক বা অন্যরকম প্লেট, ব্লক, ছাঁচে তৈরি পুডিং, ছাঁচ, এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে স্থানান্তর, নেগেটিভ, পজেটিভ, টেপ, তার, অপটিক্যাল ফিল্ম বা ডিজিটাল ফরম্যাট বা অন্যরকম কৌশল যাহা কোন কর্মের মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত হয় অথবা ব্যবহারের অভিপ্রায় করা হয়, এবং যে কোন ছাঁচ বা অন্যরকম যন্ত্রপাতি যাহা দ্বারা শিল্পকর্মটির শ্রুতিবোধ সম্পর্কিত উপস্থাপনার জন্য শব্দ-ধ্বনি রেকর্ড তৈরি করা হয় বা উহার অভিপ্রায়ও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৮) **"প্রণেতা"** অর্থ-

(ক) সাহিত্য, চলচ্চিত্র বা নাট্যকর্মের পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে কর্মটির রচয়িতা,

(খ) সংগীত বিষয়ক কর্মের ক্ষেত্রে উহার সুরকার ও বাণী রচয়িতা,

(গ) ফটোগ্রাফ ব্যতীত অন্য কোন চিত্রকর্মের ক্ষেত্রে উহার সৃজনকারী,

(ঘ) ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে উহার আলোকচিত্রগ্রাহক,

(ঙ) চলচ্চিত্র, নাটক অথবা শব্দ-ধ্বনি ধারণের ক্ষেত্রে উহার প্রযোজক,

(চ) কম্পিউটার বা ডিজিটাল কর্মের মাধ্যমে সৃষ্ট সাহিত্য, নাটক, সংগীত বা শিল্পসুলভ সৃজনশীল কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটির সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান,

(ছ) লেকচার বা বক্তৃতার ক্ষেত্রে বক্তা

(জ) ডাটাবেইজ ও কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের ক্ষেত্রে এর সৃষ্টিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২৯) **"প্রযোজক"** অর্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ অথবা অন্যকোন কর্মের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি যিনি কর্মটির বিষয়ে উদ্যোগ, বিনিযোগ, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মাধ্যমে উহার স্বত্বের অধিকার অর্জনপূর্বক উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করেন;

(৩০) **"ফটোগ্রাফ"** অর্থ ফটো লিথোগ্রাফ, ফটোগ্রাফি সদৃশ বা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত যে কোন স্থির আলোকচিত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু চলচ্চিত্রের কোন অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(৩১) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ: the code of criminal procedure, 1898 (V of 1898);

(৩২) **"ফনোগ্রাম প্রডিউসার"** অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি শব্দ-ধ্বনি ধারণ করনে এবং প্রণেতার অনুমোদনক্রমে উক্ত কর্মের পুনরুৎপাদন বা বাজারজাত করেন;

(৩৩) **"বাংলাদেশী কর্ম"** অর্থ এইরূপ সাহিত্য, নাটক, সংগীত, শিল্প, চলচ্চিত্র, শব্দ-ধ্বনি ধারন, সম্প্রচার, কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্ম-

(ক) যাহার প্রণেতা বাংলাদেশের নাগরিক, বা

(খ) যাহা প্রথম বাংলাদেশে প্রকাশিত হইয়াছে, বা

(গ) অপ্রকাশিত কর্মের ক্ষেত্রে, যাহার প্রণেতা উহা তৈরির সময় বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন,

(৩৪) **"বোর্ড"** অর্থ এই আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কপিরাইট বোর্ড;

(৩৫) "ব্যক্তি" অর্থ কোন কর্মের প্রণেতা, মালিক, সম্পাদনকারী, উপস্থাপক, প্রকাশক, পরিবেশক, মধ্যস্থতাকারী, সম্প্রচারকারী বা কোন অধিকার সংশ্লিষ্ট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, যাহাতে আইন দ্বারা গঠিত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৬) **"ভাস্কর্য কর্ম"** অর্থ ডিজিটালসহ সব রকম খোদাইকর্ম, ছাঁচে ঢালা বস্তু এবং মডেল অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩৭) **"যৌথ গ্রন্থকার কর্ম"** অর্থ দুই বা ততোধিক গ্রন্থকারের সহযোগিতায় প্রণীত কর্ম, যাহাতে একজন গ্রন্থকারের অবদান অপর গ্রন্থকারের অবদান হইতে স্বতন্ত্র নহে;

(৩৮) **"রচয়িতা"** অর্থ কোন সংগীতের ক্ষেত্রে উহার গীতিকার, উহা স্বরলিপির মাধ্যমে রেকর্ডকৃত হউক বা না হউক;

(৩৯) **"রেজিষ্ট্রার"** অর্থ এই আইনের ধারা ১০-এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কপিরাইট রেজিষ্ট্রার এবং রেজিস্ট্রারের কার্য সম্পাদনকারী ডেপুটি রেজিস্ট্রারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪০) **"লেকচার"** অর্থ পাঠদান, ভাষণ, বক্তৃতা ও উপদেশমূলক ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪১) **"শব্দ-ধ্বনি ধারণ"** অর্থ অডিও ধারণ করার মাধ্যম ও পদ্ধতি নির্বিশেষে শব্দের এমন প্রক্রিয়ায় ধারণ করা যাহা হইতে উক্ত শব্দ পুনরূৎপাদন করা যায়;

(৪২) **"শিল্পকর্ম"** অর্থ-

(ক) শিল্পসুলভ গুণ থাকুক বা না থাকুক, গ্রাফিক কর্ম, ফটোগ্রাফি কর্ম, ভাস্কর্যকর্ম, পেইন্টিং, অংকন, চিত্র, মানচিত্র, চার্ট, নকশা, লেবেল, প্রতীক বা লোগো, খোদাইকরা কর্ম, পোষাক, ধাতু বা কাঁচের উপর নকশা বা চিত্র তৈরি, প্রস্তরে অংকিত নকশা হইতে মুদ্রণ, মৃৎশিল্প, কাঠ খোদাই, ডিজিটাল বা কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রে সৃষ্ট ডিজাইন বা অনুরূপ অন্য কোন কর্ম;

(খ) শৈল্পিক গুণ সম্পন্ন স্থাপত্য বা নির্মাণ শিল্পকর্মের মডেল বা নকশা; এবং

(গ) শিল্পসুলভ কারুকৃতি সমৃদ্ধ অন্য কোন কর্ম;

(৪৩) **"সংগীত কর্ম"** অর্থ সুর সংবলিত কর্ম এবং উক্ত কর্মের স্বরলিপি, কথা, গীতি, গান বা অনুরূপ বিষয় সৃজন প্রকাশ বা সম্পাদন;

(৪৪) **"সংস্থাপন"** অর্থ শব্দ বা প্রতিচ্ছবি বা উভয়ের সংযোগকারী এমন কৌশল যাহা পরবর্তীকালে শ্রুতি বা দৃষ্টিতে বোধগম্য করা যায়;

(৪৫) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(৪৬) **"সরকারি কর্ম"** অর্থ নিম্নবর্ণিত কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বা তাদের অধীনের প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণে সম্পাদিত বা জারিকৃত কর্মঃ-

(ক) সরকার বা সরকারের কোন বিভাগ;

(খ) বাংলাদেশের আইন প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ;

(গ) বাংলাদেশের কোন আদালত, ট্রাইবুন্যাল বা অন্য কোন বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ;

(৪৭) **"সম্পাদন"** অর্থ সম্পাদনকারীর অধিকারের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক সম্পাদনকারী কর্তৃক দর্শনসাধ্য বা শ্রবণযোগ্য সরাসরি উপস্থাপন;

(৪৮) **"সম্পাদনকারী"** অর্থ অভিনেতা, গায়ক, বাদ্যযন্ত্রী, নৃত্যশিল্পী, আবৃত্তিশিল্পী, দড়াবাজকর, ভোজবাজিকর, জাদুকর, সাপুড়ে, কথাকুশলী অথবা অনুরূপ কোন কাজ সম্পাদন করেন এমন যে কোন ব্যক্তি অন্তুর্ভুক্ত হইবে;

(৪৯) **"সম্প্রচার"** অর্থ এক বা একাধিক রকমের সংকেত, চিহ্ন, ছবি, শব্দ-ধ্বনিসহ য কোন অভিব্যাক্তি কোন প্রচারযন্ত্র যথা টেলিভিশন, বেতার, উপগ্রহ, তার বা বেতারযন্ত্র, মোবাইল ডিভাস, ডিজিটাল অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে যে কোন মাধ্যমে জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ, যাহাতে পুনঃসম্প্রচারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫০) **"সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এমন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি বা যাহার দ্বারা কোন সম্প্রচারকার্য পরিচালিত হয়;

(৫১) **"সরবরাহ"** অর্থ কোন বক্তৃতার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক, ডিজিটাল বা বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে সম্প্রচার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫২) **"সাহিত্যকর্ম"** অর্থ জনসাধারণের পঠন-পাঠন ও শ্রবণের উদ্দেশ্যে মানবিক, ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্য কোন বিষয়ে রচিত, গ্রন্থিত, অনূদিত, রূপান্তরিত, অভিযোজিত, সৃষ্টিশীল, গবেষণামূলক তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত যে কোন কর্ম;

(৫৩) **“স্থাপত্য কর্ম”** অর্থ শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন অথবা ডিজাইনকৃত কোন দালান বা ইমারত অথবা ঐরূপ দালান বা ইমারতের কোন মডেল;

(৫৪) **“ফিল্ম আর্কাইভ”** অর্থ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ;

(৫৫) **“নৈতিক অধিকার”** অর্থ প্রণেতার বিশেষ অধিকার, যাহা কোন কর্মের প্রণেতাকে উক্ত কর্মের প্রকৃত সৃজনকারী হিসেবে চিহ্নিত করিবে;

(৫৬) **“রিলেটেড রাইটস”** অর্থ কপিরাইটযোগ্য কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অধিকার যথা পারফর্মার, ফনোগ্রাম প্রডিউসার, ব্রডকাস্টিং অর্গানাইজেশন, গ্রন্থের সম্পাদক, সংকলক ও ক্ষেত্রমত প্রকাশক ইত্যাদির অধিকার;

(৫৭) “**সদ্ব্যবহার”** অর্থ

(৫৭) **“সম্পাদক”** অর্থ যে কোন কর্মের বিন্যাস বা পুনর্বিন্যাসকারী কিংবা পুস্তকাদির সংকলককে বুঝাইবে।

(৫৮) **“পাবলিক ডোমেইন”** অর্থ যার কপিরাইট বা রিলেটেড রাইটস-এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যাঃ ইহা যে কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে; তবে কর্মের মূল ভাব, অর্থ, বিষয়বস্তুর বিকৃতি ঘটাইতে পারিবে না। ইহাতে সৃজনকারীর নৈতিক অধিকার বলবৎ রাখিতে হইবে।

(৫৯) “**লোকজ্ঞান**” অর্‌থ আবহমান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূলের ভিন্ন ভিন্ন জাতি-পেশার জনগণের মধ্যে বিকশিত ও বিবর্তিত যাবতীয় লোক-মেধা, লোক-তথ্য, লোক-কৃষ্টি ইত্যাদি বুঝাইবে-যাহা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধারাবাহিকভাবে মৌখিক, লিখিত বা অন্যবিধভাবে প্রচলিত রহিয়াছে ও থাকিবে।

(৬০) “**লোক সংস্কৃতি**” অর্থ লোক জ্ঞানের মৌখিক ও অন্যরূপ অভিব্যক্তি হিসেবে সাহিত্য, আচার-আচরণ, সংগীত, নৃত্যকলা, লোক উপকরণ- হস্তশিল্প, মৃৎ শিল্প, ধাতব শিল্পসহ যাবতীয় মূর্ত ও বিমূর্ত লোক উপাদান ও লোক অভিব্যক্তি (খেলাধুলা, যাত্রা, মেলা, পটগান, পটশিল্পী ইত্যাদি) বুঝাইবে। ইহার মধ্যে বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৬১) “**মধ্যস্থতাকারী (Intermediary)**” অর্থ কোন যোগাযোগের মাধ্যম বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম বা অনুরূপ কোন ভবিষ্যৎ মাধ্যম অথবা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বুঝাইবে।

**৩। প্রকাশনা এবং বানিজ্যিক প্রকাশনা অর্থ।**— (১) এই আইনে কোন কর্মের “প্রকাশনা” অর্থ -

(ক) উহার অনুলিপি জনগণের নিকট সরবরাহ করা,

(খ) সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শব্দ-ধ্বনি, চিত্রকর্ম বা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উহা পুনঃআহরণযোগ্য (retrival) ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে জনসাধাণের নিকট প্রাপ্তিসাধ্য করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

এবং ইহাতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অভিব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) এই অধ্যায়ে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শব্দ-ধ্বনি, চিত্রকর্ম বা চলচ্চিত্রে ইত্যাদি কর্মের “বানিজ্যিক প্রকাশনা” অর্থ -

(ক) উহার ক্রয়-আদেশের পূর্বে অগ্রিম অনুলিপি প্রস্তুত করিয়া বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে সরবরাহের নিমিত্ত জনসাধাণের নিকট সাধারণভাবে প্রাপ্তিসাধ্য করা, অথবা

(খ) উক্তরূপ কর্ম পুনঃআহরণযোগ্য (retrival) ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে জনসাধাণের নিকট সাধারণভাবে প্রাপ্তিসাধ্য করা;

এবং ইহাতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অভিব্যক্তিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৩) স্থাপত্য কর্ম ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে স্থাপনা বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত শিল্পকর্মসহ উহার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর কর্মটি প্রকাশিত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) এই অধ্যয়ে নিম্নলিখিত কার্য প্রকাশনা বলিয়া গণ্য হইবে না -

(ক) সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত কর্মের ক্ষেত্রে উহার আবৃত্তি বা পরিবেশন বা শ্রেনীকক্ষ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে উহার লেকচার প্রদান এবং উক্তরূপ কর্ম পুনঃআহরণযোগ্য (retrival) ব্যতিরেকে ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে জনসাধাণের নিকট পরিবেশন,

(খ) অংকন, রেখাচিত্র গ্রাফিক্স ও অন্যান্য চারু ও কারুকর্মের ক্ষেত্রে উহার প্রদর্শন,

(গ) স্থাপত্য কর্ম ও ভাষ্কর্যের ক্ষেত্রে উহার স্থাপত্যশৈলী বা শিল্পনৈপুন্য প্রদর্শনের নিমিত্ত উহার মডেল প্রস্তুত ও প্রদর্শন,

(ঘ) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে উহা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে পুনঃআহরণযোগ্য (retrival) করিয়া সরবরাহ ব্যতিরেকে জনসাধারণের নিকট প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা,

(ঙ) শব্দ-ধ্বনি ও উহার চিত্রায়িত কর্ম জনসমক্ষে প্রদর্শন, যাহাতে উহা ক্যাবল টেলিভিশনে প্রদর্শনও অন্তর্ভুক্ত হইবে,

৪। কোন কর্ম বানিজ্যিক প্রকাশনা বলিয়া গন্য না হওয়া।- (১) এই অধ্যয়ে কোন কর্মের বানিজ্যিক প্রকাশনা কিংবা প্রকাশনা বলিয়া গণ্য হইবে না যদি উহা এমনভাবে উপস্থাপিত হয় যাহাতে কর্মটির সমূদয় প্রকাশিত না হয় এবং যাহাতে উক্ত কর্ম হইতে জনগণের অভীষ্ট আকাংখার প্রকাশ না ঘটে।

(২) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন অনধিকার প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

**৫। বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত বলিয়া গণ্য কর্ম।**- বাংলাদেশে প্রকাশিত কোন কর্ম অন্য কোন দেশে যুগপৎভাবে প্রকাশিত হউক বা না হউক, বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উক্ত দেশ উক্তরূপ কর্মের সংক্ষিপ্ত মেয়াদের কপিরাইট প্রদান না করে; এবং কোন কর্ম বাংলাদেশে ও অপর কোন দেশে যুগপৎভাবে প্রকাশিত বলিয়া গণ্য হইবে যদি বাংলাদেশে এবং অপর দেশে উহার প্রকাশকালের মধ্যে ব্যবধান অনধিক ত্রিশ দিন অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রকাশিত হয়।

**৬। আইনের প্রাধান্য।**- অন্য কোন আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, কপিরাইট বিষয়ে এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

**৭। অপ্রকাশিত কর্ম প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রণেতার জাতীয়তা।**- কোন কর্ম সম্পাদিত হইবার যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইবার পর উহা প্রকাশের ক্ষেত্রে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রণেতার জাতীয়তা নির্ধারিত হইবে তিনি বর্তমানে যে দেশের নাগরিক, বা অতিবাহিত সময়ের অধিকাংশ সময় যে দেশের নাগরিক বা অভিবাসী ছিলেন বা আছেন বা প্রণেতার মৃত্যু হইলে মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে দেশের নাগরিক ছিলেন তাহার ভিত্তিতে।

**৮। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্থায়ী আবাস।**- কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশের সংস্থা বলিয়া গণ্য হইবে যদি উক্ত সংস্থা বাংলাদেশের প্রচলিত কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা উহার কোন ব্যবহারিক অফিস বা স্থান বাংলাদেশে থাকে।

## অধ্যায়-২

## কপিরাইট অফিস, রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট এবং কপিরাইট বোর্ড

**৯। কপিরাইট অফিস।-** (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কপিরাইট অফিস নামে একটি অফিস স্থাপিত হইবে।

(২) কপিরাইট অফিস কপিরাইট রেজিস্ট্রারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে এবং কপিরাইট রেজিস্ট্রার সরকারের তত্ত্বাবধায়ন ও নির্দেশ সাপেক্ষে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) কপিরাইট অফিসের একটি নিজস্ব সীলমোহর ও মনোগ্রাম থাকিবে।

**১০। কপিরাইট রেজিস্ট্রার।-** (১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পদমর্যাদায় যুগ্মসচিবের নিম্নে নয় এমন, কোন কর্মকর্তাকে কপিরাইট রেজিস্ট্রার এবং তাহার অধীন প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার বা ডেপুটি রেজিস্ট্রার নিয়োগ করিবে।

(২) কপিরাইট অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার বা ডেপুটি রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশ সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন রেজিস্ট্রারের ঐ সকল দায়িত্ব সম্পাদন করিবেন যাহা রেজিস্ট্রার, সময় সময়, তাঁহাকে অর্পণ করিবেন।

**১১। কপিরাইট বোর্ড।-** (১) সরকার, এই আইন কার্যকর হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব, কপিরাইট বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠন করিবে, যাহা একজন চেয়ারম্যান ও অন্যূন দুইজন কিন্তু অনধিক ছয় জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তাধীনে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা বা সিলেকশন গ্রেড প্রাপ্ত জেলাজজ ছিলেন বা আছেন বা হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার উপযুক্ত একজন আইনজীবী কপিরাইট বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন। তবে কপিরাইট আইনের গুরুত্ব ও কার্যকর প্রয়োগের কথা বিবেচনায় রাখিয়া ন্যূনতম একজন সদস্য কপিরাইট আইন বিষয়ে পারদর্শী, অভিজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তি হইতে নিযুক্ত হইবেন।

(৫) রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইট বোর্ডের সচিব হইবেন এবং নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৬) বোর্ড অনধিক ৯০ দিন অন্তর কমপক্ষে একটি সভায় মিলিত হইবে এবং সভায় চেয়ারম্যান ও অন্য দুই জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হইবে।

**১২। বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি।-** (১) বোর্ড, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, উহার বৈঠকের স্থান ও সময় নির্ধারণসহ কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সদস্যগণের মধ্যে মত-পার্থক্য হইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত প্রাধান্য পাইবে ।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিবে না, সে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধি ৪৮০ ও ৪৮২ অনুযায়ী একটি দেওয়ানী আদালতরূপে গণ্য হইবে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপিত সকল বিষয় দন্ডবিধির ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এর অর্থে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) এই আইন এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড একটি আপীলাত কর্তৃপক্ষ হিসাবে কার্য করিবে এবং কোন ন্যায়-নির্ণায়ন আদেশ বা বিচারাদেশের আপীল বিবেচনার ক্ষেত্রে দন্ড হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার বা উহার বিবেচনামত অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ডের কোন সদস্য বোর্ডের নিকট উত্থাপিত এমন কোন কার্যধারায় অংশগ্রহণ করিবেন না যাহাতে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থ রহিয়াছে।

(৬) কপিরাইট আইনের কোন লঙ্ঘন বোর্ডের গোচরীভূত করা হইলে বোর্ড উহার প্রতিবিধানকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৭) বোর্ড এই আইনের ধারা ৯৮-তে উল্লিখিত ক্ষমতা উহার কোন সদস্য বরাবর প্রয়োগের জন্য অর্পণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বা কৃত কাজকর্ম বোর্ডের আদেশ বা কাজ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৮) বোর্ডের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি রহিয়াছে শুধুমাত্র এই কারণে বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না বা উহার বৈধতা লইয়া প্রশ্ন করা যাইবে না।

(৯) কোন কর্ম প্রকাশিত হইয়াছে কিনা অথবা কর্মটির প্রকাশনার তারিখ ও কপিরাইটের মেয়াদ সম্পর্কে, বা অন্য কোন দেশে কোন কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ এই আইনের অধীন উক্ত কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ হইতে সংক্ষিপ্ততর কিনা কিংবা সঙ্গীত কর্মের স্বত্ত্ব বা রয়্যালটির হার সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি বোর্ডে প্রেরণ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(১০) (ক) বোর্ড দৃষ্টি-প্রতিন্ধিদের পাঠ ও ব্যবহার উপযোগী প্রকাশনার জন্য বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ইস্যু এবং যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় কপিরাইট আইনের বাস্তবায়ন জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে এই আইনের আওতাভুক্ত বিভিন্ন কর্মের বিষয়ে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ইস্যুর সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

(খ) লাইসেন্স ইস্যুর পদ্ধতি ও কার্যক্রম প্রণীত বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

## অধ্যায়-৩
## কপিরাইট

**১৩। কপিরাইটের অর্থ।-** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "কপিরাইট" অর্থ, কোন কর্ম বা কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কোন কিছু করা বা করার ক্ষমতা অর্পণ; যথা:-

(১) সাহিত্য, নাট্য বা সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে,-

(ক) কোন মাধ্যমে কর্মটি ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্য যে কোন উপায়ে শ্রবণযোগ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য, বা অনুধাবনযোগ্য অনুলিপি পুনরুৎপাদন ও বস্তুগত সংরক্ষণসহ যে কোন কার্য;

(খ) সার্কুলেশনে রহিয়াছে এমন কর্মের অনুলিপি ব্যতিরেকে, কর্মটির অনুলিপি জনগণের জন্য প্রকাশ করা;

(গ) জনসমক্ষে কর্মটি সম্পাদন করা এবং কর্মটির শ্রবণযোগ্য বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা অনুধাবনযোগ্য অনুলিপি যে কোন পদ্ধতিতে জনগণ বা ভোক্তার কাছে পৌছানো বা প্রচার করা;

(ঘ) কর্মটির কোন অনুবাদ উৎপাদন, পুনরুৎপাদন, সম্পাদন বা প্রকাশ করা;

(ঙ) কর্মটির বিষয়ে কোন চলচ্চিত্র বা শব্দ-ধ্বনি ধারণ করা;

(চ) কর্মটি সম্প্রচার করা বা কর্মটির সম্প্রচারকৃত বিষয় মাইক বা অনুরূপ অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে জনসাধারণকে অবহিত করা;

(ছ) কর্মটি অভিযোজন করা;

(জ) কর্মটির অনুবাদ বা অভিযোজন বিষয়ে উপরের (ক) হইতে (চ)-এ উল্লিখিত কোন কাজ করা।

(২) কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের ক্ষেত্রে,-

(ক) দফা (১)-এ উল্লিখিত যে কোন কিছু করা;

(খ) ইতোপূর্বে একইরূপ অনুলিপি বিক্রয় করা বা ভাড়া প্রদান করা হউক বা না হউক, কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের অনুলিপি বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করা অথবা বিক্রয় করা, সেবা প্রদান করা, লাইসেন্স প্রদান বা ভাড়া প্রদান করিবার প্রস্তাব করা;

(৩) শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে,-

(ক) কোন একমাত্রিক কর্মকে অন্যমাত্রিক (দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চারমাত্রিক ইত্যাদি) কর্মে রূপান্তরসহ যে কোন আঙ্গিকে কর্মটি পুনরুৎপাদন করা;

(খ) কর্মটি জনগণের মধ্যে প্রচার করা;

(গ) সার্কুলেশনে রহিয়াছে এমন অনুলিপি ব্যতিরেকে, কর্মটির অনুলিপি জনগণের জন্য ইস্যু করা;

(ঘ) কর্মটিকে কোন চলচ্চিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা;

(ঙ) কর্মটির অভিযোজন করা;

(চ) কর্মটির অভিযোজন বিষয়ে উপরের (ক) হইতে (ঘ)-এ উল্লিখিত কোন কিছু করা;

(ছ) কর্মটি সম্প্রচার করা বা কর্মটির সম্প্রচারকৃত বিষয় মাইক বা অনুরূপ অন্য কোন যন্ত্র বা কম্পিউটার-ডিজটাল পদ্ধতিতে জনসাধারণকে অবহিত করা।

(৪) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে,-

(ক) কর্মটির অংশবিশেষের প্রতিবিম্বের ফটোগ্রাফসহ ভিসিপি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ডিজিটাল বা অন্য কোনভাবে বা মাধ্যমে উহার অনুলিপি তৈরি করা;

(খ) ইতোপূর্বে একইরূপ অনুলিপি বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করা হউক বা না হউক ভিসিপি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে বা অন্য কোনভাবে চলচ্চিত্রের অনুলিপি বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করা অথবা বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করার প্রস্তাব করা বা অনুরূপ কার্যাদির জন্য লাইসেন্স প্রদান করা কিংবা বিক্রয় বা অন্য কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উহার অনুলিপি সংরক্ষণ, বহন, বাজারজাতকরণ বা জনসমক্ষে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা;

(গ) চলচ্চিত্রের ভিসিপি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ভিটিআর, ক্যাবল, স্যাটেলাইট চ্যানেল, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ডিজিটাল বা অন্য কোন উপায়ে উহার শ্রবণযোগ্য বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা অনুধাবনযোগ্য অনুলিপি জনগণের মধ্যে প্রচার ও প্রদর্শন করা।

(৫) শব্দ-ধ্বনি ধারণের ক্ষেত্রে,-

(ক) অভিন্ন রেকর্ডিং এর প্রতিলিপি করিয়া কোন শব্দ-ধ্বনি ধারণ, যাহাতে ইলেকট্রনিক বা অন্য কোন উপায়ে শব্দ-ধ্বনি ধারণও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(খ) ইতোপূর্বে একইরূপ অনুলিপি বিক্রয়, লাইসেন্স বা ভাড়া প্রদান করা হউক বা না হউক, শব্দ-ধ্বনি ধারণের কোন অনুলিপি বিক্রয়, লাইসেন্স বা ভাড়া প্রদান করা বা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করা;

(গ) যে কোন মাধ্যমে ধারণকৃত শব্দ-ধ্বনি জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

**১৪। কপিরাইট থাকে এমন কর্ম।-** (১) এই আইনে সংজ্ঞায়িত সকল বাংলাদেশী কর্মের কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

(২) কোন বিদেশী প্রযোজকের সহিত বাংলাদেশী প্রযোজকের যৌথ চুক্তির অধীন, যৌথ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, যে কোন দেশে বা আংশিকভাবে উভয়দেশে সম্পাদিত কর্মের কপিরাইট থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের বিধানাবলী প্রযোজ্য হয় এবং যৌথ চুক্তির অধীন বা যৌথ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রণীত কর্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্মের কপিরাইট থাকিবে না, যদি কর্মটি বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত না হইয়া থাকে, বা যে ক্ষেত্রে কর্মটি বাংলাদেশের বাহিরে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উক্ত তারিখে উহার প্রণেতা জীবিত না থাকিলে মৃত্যুর তারিখে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক বা স্থায়ী বাসিন্দা না হইয়া থাকেন।

(৩) কোন চলচ্চিত্রের বা তথ্যচিত্রের প্রযোজকের দপ্তর বা আবাস চলচ্চিত্রটি নির্মাণের উল্লেখযোগ্য বা সম্পূর্ণ সময়ে বাংলাদেশে থাকিলে উক্ত চলচ্চিত্রের কপিরাইট বহাল থাকিবে।

(৪) কোন চলচ্চিত্রের কপিরাইট অন্যকোন কর্মের কপিরাইটকে প্রভাবিত করিবে না, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া শেষোক্ত কর্মটি নির্মিত হইয়াছে; একইভাবে কোন শব্দ-ধ্বনি ধারণের ক্ষেত্রেও অন্য কোন শব্দ-ধ্বনি ধারণের কপিরাইটকে প্রভাবিত করিবেনা, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া শেষোক্ত শব্দ-ধ্বনি ধারণ করা হইয়াছে।

(৫) স্থাপত্য শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে কপিরাইট কেবল শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ও ডিজাইনে থাকিবে এবং নির্মাণ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিতে বিস্তৃত হইবে না।

(৬) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কপিরাইট বহাল থাকিবে না-

(ক) চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে, যদি চলচ্চিত্রটির মূল অংশ অন্য কোন কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন করিয়া তৈরি হয়;

(খ) সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত কর্ম দ্বারা শব্দ-ধ্বনি ধারণের ক্ষেত্রে, যদি শব্দ-ধ্বনি ধারণের সময় উক্ত কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন করা হয়;

(গ) কোন স্থাপত্য কর্মের ক্ষেত্রে, যদি কর্মটি বাংলাদশে অবস্থিত না হয়।

(৭) এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধানের পরিপন্থী উপায়ে কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত কর্মের কপিরাইট বা অনুরূপ কোন স্বত্বের অধিকারী হইবেন না, কিন্তু এই ধারার কোন কিছু এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে না যাহাতে কোন বিশ্বাস বা আস্থা রোধ করিবার অধিকার রদ হইতে পারে।

(৮) এই আইনের অন্যত্র যাহা কিছুই থাকুক না কেন,

(ক) পেটেন্টস এ্যান্ড ডিজাইনস এ্যাক্ট, ১৯১১ (১৯১১ সনের ২ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন ডিজাইনে এই আইনের অধীনে কপিরাইট থাকিবে না।

(খ) পেটেন্টস এ্যান্ড ডিজাইনস এ্যাক্ট, ১৯১১ (১৯১১ সনের ২ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত হওয়ার যোগ্য কিন্তু ঐভাবে নিবন্ধিত হয় নাই এইরূপ যেকোন ডিজাইনের কপিরাইট তখনই অবসান হইবে যখন উক্ত ডিজাইনে প্রয়োগ করা হইয়াছে এমন কোন বস্তুর কপিরাইট উহার স্বত্বাধিকারী দ্বারা বা তাহার অনুমতিসাপেক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পঞ্চাশবারের বেশি পুনরুৎপাদন করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যাঃ শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়া বলিতে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যের রূপগত বা আকারগত পরিবর্তন করিয়া উহার উপযোগ সৃষ্টি করা অথবা সেবার উপযোগ সৃষ্টি করিবার প্রক্রিয়াকে বুঝাইবে।

## অধ্যায়-৪

## কপিরাইটের স্বত্ব এবং মালিকদের অধিকার

**১৫। কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী।—** (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কর্মের প্রণেতা ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) চাকুরী বা শিক্ষানবিসী চুক্তির অধীন সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সাময়িকী বা ডিজিটাল মাধ্যমের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকাকালে প্রণেতা কর্তৃক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকী বা ডিজিটাল প্রকাশনায় প্রকাশের উদ্দেশ্যে রচিত সাহিত্য, নাট্য বা শিল্প সম্পর্কিত কর্মের ক্ষেত্রে, উক্ত প্রতিষ্ঠান, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকার শর্তে, কর্মটি সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সাময়িকীতে প্রকাশ বা পুনরুৎপাদনের সহিত যতখানি সম্পর্কযুক্ত ততখানি কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে প্রণেতা কর্মটির কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন;

(খ) দফা (ক) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অর্থের বিনিময়ে ফটোগ্রাফ লওয়া, ছবি বা প্রতিকৃতি আঁকা, সঙ্গীতকর্ম বা রেকর্ডকর্মের সৃষ্টি, খোদাই কাজ বা চলচ্চিত্র নির্মাণ করার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে, উহার কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন;

(গ) চাকুরী বা শিক্ষানবিসীর চুক্তির অধীন কোন কর্মের প্রণেতার চাকুরীতে দফা (ক) বা (খ) প্রযোজ্য হয় না এমনভাবে নিযুক্ত থাকাকালে নিয়োগকারী, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে, ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন;

(ঘ) জনসমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা বা বিবৃতির ক্ষেত্রে, বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি হইবেন প্রথম স্বত্বাধিকারী; তবে উক্ত ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদান করিয়া থাকিলে যার পক্ষে বক্তৃতা বা বিবৃতি দেয়া হইয়াছে তিনি হইবেন প্রথম স্বত্বাধিকারী, কোন বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তির দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত থাকেন যিনি সংশ্লিষ্ট বক্তৃতা বা বিবৃতির আয়োজন করিয়াছেন, তাহা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে উক্ত বক্তৃতা বা বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তি হইবেন প্রথম স্বত্বাধিকারী;

(ঙ) কোন সরকারি কর্মের ক্ষেত্রে, ভিন্নতর কোন চুক্তি না থাকিলে, সরকার ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবেন;

(চ) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা অনুরূপ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণে প্রথম প্রকাশিত কোন কর্মের ক্ষেত্রে, উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ভিন্নতর কোন চুক্তি না থাকিলে, কর্মটির কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবে;

(ছ) ধারা ৭০ প্রযোজ্য হয় এমন কর্মের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান উহার কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইবে;

(জ) কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের ক্ষেত্রে, উক্ত কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য নিয়োগকারী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান প্রথম কপিরাইটের অধিকারী হইবেন যদি না পক্ষবৃন্দের মধ্যে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি থাকে।

(ঝ) সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রদর্শিত চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্রের কোন দৃশ্য ও গল্প সংশ্লিষ্ট সকল স্বত্বাধিকারীর আইনগত অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোন চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ঞ) যে কোন ফরমেটে যথা সিডি, ডিভিডি বা চলচ্চিত্র ইত্যাদিতে ব্যবহৃত গানের কথা, সুর ও মিউজিক সংশ্লিষ্ট সকল স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন চলচ্চিত্র, নাটক, শব্দ-ধ্বনি ধারণ বা অনুরূপ কোন কর্মে ব্যবহার করা যাইবে না;

(ট) জাতীয় সংগীত, দেশাত্ববোধক ও ধর্মীয় সংগীত (হাম্দ, নাত, গজল, কীর্তন ইত্যাদি) এর কথা, সুর ও মিউজিকের প্যারোডি ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হইলে, “কপিরাইটের মালিক” অভিব্যক্তি অর্থে-

(ক) একচেটিয়া লাইসেন্সের অধিকারী;

(খ) অজ্ঞাতনামা বা ছদ্মনামীয় সাহিত্য, নাট্য, সংগীত বা শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, যে পর্যন্ত না প্রণেতার পরিচয় উদঘাটিত হইয়া থাকে কর্মটির প্রণেতা বা যৌথ প্রণেতার অজ্ঞাতনামা কর্মের ক্ষেত্রে বা যৌথভাবে রচিত কোন কর্ম যাহাদের নামে প্রকাশিত তাহাদের সকলে ছদ্মনামীয় হয় এবং তাহা হইলে প্রণেতাগণের যে কাহারো পরিচয় প্রকাশক কর্তৃক জনসাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, সেই প্রণেতা অথবা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

**১৬। কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগ।-** (১) কোন বিদ্যমান কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী বা ভবিষ্যৎ কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী যে কোন ব্যক্তির অনুকূলে উহার কপিরাইটের সম্পূর্ণ বা আংশিক, সাধারণভাবে বা শর্তসাপেক্ষে বিধিদ্বারা নির্ধারিত স্বত্ব নিয়োগ করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ভবিষ্যৎ কর্মের কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগের ক্ষেত্রে, কর্মটি অস্তিত্বশীল হইবার পর উহার স্বত্বনিয়োগ কার্যকর হইবে;

আরো শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্বত্ব প্রদানকালে বিদ্যমান ছিল না এমন কোন কর্ম সম্পাদন বা প্রকাশের মাধ্যম বা পদ্ধতি উক্ত স্বত্ব নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত হইবে না, যদি স্বত্ব নিয়োগ দলিলে উক্ত মাধ্যম বা পদ্ধতির কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকে;

আরো শর্ত থাকে যে, কোন সাহিত্য বা সঙ্গীত কর্মের প্রণেতা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী অথবা রয়্যালটি আদায় ও বিতরণে নিয়োজিত কপিরাইট সমিতি ব্যতিত অন্য কাউকে কর্মটি প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্রে অভিযোজন বা ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে ব্যবহৃত হইলে সমূদয় স্বত্ব বা রয়্যালটি পরিহারের শর্তে কোন স্বত্ব নিয়োগ করিবেন না।

আরো শর্ত থাকে যে, কোন সাহিত্য বা সঙ্গীত কর্মের প্রণেতা তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী অথবা রয়্যালটি আদায় ও বিতরণে নিয়োজিত কপিরাইট সমিতি ব্যতিত অন্য কাউকে উহার শব্দ-ধ্বনি নির্মানের উদ্দেশ্যে, কিন্তু কোন চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হইবে না, এমন কোন স্বত্ব প্রদান বা রয়্যালটি পরিহার সংক্রান্ত কোন স্বত্ব-নিয়োগ করিবেন না।

(২) কপিরাইট স্বত্বাধিকারী কপিরাইটের যে পরিমান স্বত্ব যে ব্যক্তির অনুকূলে প্রদান করিবেন তিনি সেই পরিমাণ স্বত্বের অধিকারী হইবেন এবং স্বত্ব প্রদানকারী যে পরিমাণ স্বত্ব প্রদান করেন নাই তিনি নিজেই সেই পরিমাণ স্বত্বের অধিকারী থাকিবেন।

(৩) কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর মৃত্যু হইলে উপধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে তাহার আইনানুগ উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারীগণ উক্ত কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী হইবেন।

(৪) কোন কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পূর্বে যদি কোন কর্মের স্বত্ব আইনানুগভাবে সম্পাদিত কোন উইল, দলিল বা দানপত্রের মাধ্যমে স্বত্ব নিয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহার গ্রহিতা উক্তরূপ উইল, দলিল বা দানপত্রে উল্লিখিত পরিমান অধিকারের স্বত্বাধিকারী হইবেন।
(৫) কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর মৃত্যুর পর তাহার আইনানুগ উত্তরাধিকারী এই ধারা অনুযায়ী স্বত্বের অধিকারী না থাকিলে বা না পাওয়া গেলে উহার স্বত্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।
(৬) কপিরাইট স্বত্ব নিয়োগ বা হস্তান্তর দলিল কপিরাইট অফিস কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে।

১৭। **স্বত্ব নিয়োগের ধরণ**।– (১) কোন কর্মের স্বত্ব নিয়োগ বৈধ হইবে না, যদি তাহা স্বত্ব প্রদানকারী বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত না হয়।
(২) কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্ব নিয়াগসংক্রান্ত দলিলে কর্মটির তথ্য সুনির্দিষ্টকৃত হইতে হইবে এবং এবং স্বত্ব নিয়োগকৃত অধিকার ও অধিকারের মেয়াদ এবং স্বত্ব নিয়োগের ভৌগলিক পরিধি দলিলে উল্লিখিত থাকিবে।
(৩) কোন কর্মের স্বত্ব নিয়োগ দলিলে প্রণেতা অথবা তাহার উত্তরাধিকারীকে স্বত্ব নিয়োগ কার্যকর থাকাকালীন প্রদেয় রয়্যালটির উল্লেখ থাকিবে এবং পারস্পরিক স্বীকৃতমতে স্বত্ব নিয়োগ পূণঃনিরীক্ষণ, বর্ধিতকরণ বা বাতিলের ব্যবস্থা রাখা সাপেক্ষে সম্পাদিত হইবে।
(৪) যদি কোন নিয়োগপ্রাপ্ত স্বত্বাধিকারী তাহার নিকট এই ধারার কোন উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত অধিকার স্বত্ব নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসর ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে উক্ত অধিকারের স্বত্ব নিয়োগ উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণের পর, স্বত্ব নিয়োগ দলিলে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, তামাদি হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(৫) যদি কোন স্বত্ব নিয়োগের মেয়াদ উল্লেখ না থাকে বা স্বত্ব নিয়োগ দলিলে ভিন্নরূপ কিছু না থাকে, তাহা হইলে স্বত্ব নিয়োগের তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য উহা করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
(৬) যদি স্বত্ব নিয়োগের ভৌগোলিক পরিধি উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে উহার পরিধি বাংলাদেশের সর্বত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **কপিরাইটের স্বত্ব নিয়োগ বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তি**।- (১) যদি কপিরাইটের কোন স্বত্বের অথবা স্বত্ব নিয়োগের বিষয়ে কোন বিরোধের উদ্ভব হয় তাহা হইলে বোর্ড সংক্ষুব্ধ পক্ষের নিকট হইতে অভিযোগ প্রাপ্তির পর তৎকর্তৃক যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।
(২) যদি কোন নিয়োগপ্রাপ্ত স্বত্বাধিকারী তাহার নিকট হস্তান্তরকৃত কোন অধিকার ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত ব্যর্থতার জন্য স্বত্ব প্রদানকারীর কোন কার্য বা কার্যহীনতা দায়ী না হয়, তাহা হইলে বোর্ড, স্বত্ব প্রদানকারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকর্তৃক যথাযথ অনুসন্ধানের পর, উক্ত স্বত্ব নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড উক্ত স্বত্বাধিকার বাতিল করিবার কোন আদেশ প্রদান করিবে না, যদি না বোর্ড এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, স্বত্ব নিয়োগের শর্ত স্বত্ব প্রদানকারীর জন্য, যদি তিনি প্রণেতা হন, কঠোর হইয়াছে।

১৯। **পান্ডুলিপির কপিরাইট উইলমূলে হস্তান্তর**।–কোন ব্যক্তি কোন কর্মের প্রণেতার মৃত্যুর পূর্বে অপ্রকাশিত কোন কর্মের কোন উইলমূলে পান্ডুলিপির অধিকারী হইলে উইলকারীর উইলে বা তৎসম্পর্কিত কডিসিলে ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় প্রকাশ না পাইলে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে উইলকারী ঐ কর্মের যে পরিমাণ কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী ছিলেন সেই পরিমাণ কপিরাইট উইলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

**২০। প্রণেতার কপিরাইট পরিত্যাগের অধিকার।-** (১) কোন কর্মের প্রণেতা কপিরাইটে তাহার সকল বা যে কোন স্বত্ব নির্ধারিত ফরমে কপিরাইট রেজিস্ট্রার-এর বরাবরে নোটিশ দিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে উক্তরূপ স্বত্ব উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নোটিশের তারিখ হইতে বিলুপ্ত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্ত হইলে, রেজিস্ট্রার তাহা সরকারি গেজেটে বা তাহার বিবেচনায় যথাযথ পদ্ধতিতে প্রকাশ করিবেন।

(৩) প্রণেতাকর্তৃক কর্মের কপিরাইটে অন্তর্ভুক্ত সকল বা যে কোন স্বত্ব পরিত্যাগের অভিপ্রায়ের নোটিশ প্রদানের তারিখে উক্ত কর্মের উপর অন্য কোন ব্যক্তির কোন অধিকারকে প্রভাবিত করিবে না।

**২১। কোন কর্ম পুনঃবিক্রয়ের ক্ষেত্রে উহার মূল্যের বন্টন।-** (১) কোন চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, রেখাচিত্র, নাটক, সঙ্গীত বা অন্য কোন কর্মের বা কোন সাহিত্য কর্মের মূল পান্ডুলিপি পুনঃবিক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত কর্মের প্রণেতা বা তাহার উত্তরাধিকারী সংশ্লিষ্ট কর্মের স্বত্বনিয়োগ সত্ত্বেও উক্ত কর্ম বা পান্ডুলিপি পুনঃবিক্রয় মূল্যের অংশ পাইবার অধিকারী হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্মটির কপিরাইটের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর অনুরূপ অধিকার বিলুপ্ত হইবে।

(২) বোর্ড বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মের পুনঃবিক্রয় মূল্য বন্টনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ অংশ ২০% এর বেশি হইবে না।

(৩) এই ধারার অধীন কোন কার্যক্রমের বিষয়ে কোন বিরোধ উত্থাপিত হইলে উহা বোর্ডে প্রেরিত হইবে এবং উহাতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

## অধ্যায়-৫

## কপিরাইটের মেয়াদ

**২২। প্রকাশিত সাহিত্য, নাট্যকর্ম, সঙ্গীত ও শিল্পকর্মে কপিরাইটের মেয়াদ।**– (১) প্রণেতার জীবনকালে প্রকাশিত কোন সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত বা ফটোগ্রাফ ব্যতীত শিল্প কর্মের কপিরাইট তাহার জীবদ্দশায় এবং তাহার মৃত্যুর পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে।

ব্যাখ্যাঃ- এই ধারায় যৌথভাবে প্রণীত কর্মের ক্ষেত্রে, “প্রণেতা” অর্থে যে প্রণেতার মৃত্যু সর্বশেষে হইয়াছে তাহাকে বুঝিতে হইবে।

(২) প্রণেতার মৃত্যুর তারিখে কপিরাইট বিদ্যমান থাকে যৌথ প্রণেতার এমন কর্মের ক্ষেত্রে, যিনি শেষে মৃত্যুবরণ করেন তাহার মৃত্যুর তারিখ বা উক্ত তারিখের পূর্বে যাহার অভিযোজন হয় নাই, এইরূপ ক্ষেত্রে, কর্মটির প্রথম প্রকাশ হইতে বা কর্মটির কোন অভিযোজন পূর্ববর্তী কোন বৎসরে প্রকাশিত হইয়া থাকিলে সেই বৎসরের পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত কর্ম বা উক্ত কর্মের অভিযোজন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি ঐ কর্মের বিষয়ে তৈরি কোন রেকর্ড জনসাধারণের নিকট বিক্রয় বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে।

**২৩। চলচ্চিত্রের কপিরাইটের মেয়াদ।-** যে কোন ধরণ বা যে কোন দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে যে বৎসর কর্মটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

**২৪। শব্দ-ধ্বণি ধারণের কপিরাইটের মেয়াদ।-** কোন শব্দ-ধ্বণি ধারণের ক্ষেত্রে যে বৎসর রেকর্ডিং প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

**২৫। ফটোগ্রাফের কপিরাইটের মেয়াদ।-** ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে যে বৎসর ফটোগ্রাফটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

২৬। **কম্পিউটার-ডিজিটাল সৃষ্ট কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ।-** কম্পিউটার-ডিজিটাল সৃষ্ট কর্মের ক্ষেত্রে যে বৎসর কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

**২৭। বেনামী এবং ছদ্মনাম বিশিষ্ট কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ।-** বেনামী বা ছদ্মনামে প্রকাশিত কোন সাহিত্য, নাটক, সংগীত বা ফটোগ্রাফ ব্যতীতশিল্প কর্মের ক্ষেত্রে, বিধিদ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও সীমা সাপেক্ষে, যে বৎসর কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে প্রণেতার পরিচয় প্রকাশ পাইলে, যে বৎসর প্রণেতার মৃত্যু হয় তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

২৮। **সরকারি কর্মে কপিরাইটের মেয়াদ।-** কোন সরকারি কর্মের কপিরাইটের ক্ষেত্রে, সরকার ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইলে, যে বৎসর কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে।

২৯। **স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ।-** কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মের কপিরাইটের ক্ষেত্রে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ঐ কর্মের কপিরাইটের প্রথম স্বত্বাধিকারী হইলে, যে বৎসর কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

**৩০। আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ।-** ধারা ৭০ প্রযোজ্য হয় এমন কোন আন্তর্জাতিক সংগঠনের কর্মের ক্ষেত্রে, যে বৎসর কর্মটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পরবর্তী ষাট বৎসর পর্যন্ত কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

## অধ্যায়-৬
## সম্প্রচার সংস্থা এবং সম্পাদনকারীর অধিকার

**৩১। সম্প্রচার পুনরুৎপাদনের অধিকার।-** (১) প্রত্যেক সম্প্রচার সংস্থার সম্প্রচারিত বিষয়ের উপর একটি বিশেষ অধিকার থাকিবে, যাহা “সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার” নামে অভিহিত হইবে।

(২) সম্প্রচার যে বৎসর প্রথম করা হইয়াছে তাহার পরবর্তী পঞ্জিকা-বর্ষের শুরু হইতে ২৫ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার অক্ষুন্ন থাকিবে।

(৩) কোন সম্প্রচারিত বিষয়ে সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার অব্যাহত থাকাকালে কোন ব্যক্তি উক্ত অধিকারের মালিকের লাইসেন্স ব্যতীত নিম্নের কোন একটি কার্য বা সকল কার্য করেন যথা:-

(ক) সম্প্রচারটি পুনঃসম্প্রচার করা;

(খ) অর্থের বিনিময়ে সম্প্রচারটি জনগণকে দেখা বা শোনার ব্যবস্থা করা;

(গ) সম্প্রচারটির যে কোন সংযোজন, বিয়োজন বা পুনঃনির্ধারন করা;

(ঘ) সম্প্রচারটির প্রাথমিক সম্পাদনা বা লাইসেন্স থাকিবার ক্ষেত্রে উহার উদ্দেশ্যে বহির্ভূত ক্ষেত্রে সম্পাদনাটির পুনরুৎপাদন করা;

(ঙ) দফা (গ) অথবা (ঘ)-এ উল্লিখিত কোন সম্পাদনা বা অনুরূপ সম্পাদনের পুনরুৎপাদনকে জনগণের জন্য বিক্রয় করা, ভাড়া দেওয়া অথবা বিক্রয় বা ভাড়া প্রস্তাব করা।

তাহা হইলে তৎকর্তৃক উক্ত সম্প্রচার সংস্থার সম্প্রচার পুনরুৎপাদনের অধিকার লংঘন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩২। **অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ন না হওয়া।–** এই অধ্যায়ে প্রদত্ত “সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার” এর কারণে সম্প্রচারে ব্যবহৃত কোন সাহিত্য নাটক, সংগীত, অন্য কোন শিল্প কর্ম বা চলচ্চিত্র বা শব্দ-ধ্বণির কপিরাইট ক্ষুণ্ন হইবে না।

৩৩। **অবৈধ সম্প্রচার বন্ধে কপিরাইট অফিসের ক্ষমতা।-** কোন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইটস-এর স্বত্বাধিকারীর লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ অনুসন্ধানের পর, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গাত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, কপিরাইট অফিস যেকোন অবৈধ সম্প্রচার বন্ধ করিতে পারিবে। উক্তরূপ অভিযোগের বিষয়ে কপিরাইট অফিস কর্তৃক সম্প্রচার কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইলে অবশ্য কর্তব্য হিসেবে উক্তরূপ অবৈধ সম্প্রচার বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত কর্তৃপক্ষকে এই আইনে কর্তৃত্ত প্রদান ও ক্ষমতা অর্পন করা হইল।

৩৪। **সম্পাদনকারীর একচ্ছত্র অধিকার।-** (১) কোন কর্মের প্রণেতার অধিকারের বিষয়ে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোন সম্পাদনকারী কোন সম্পাদনে আবির্ভূত বা নিয়োজিত হন, তাহার উক্ত সম্পাদনের বিষয়ে একটি বিশেষ অধিকার থাকিবে, যাহা “সম্পাদনকারীর একচ্ছত্র অধিকার” নামে অভিহিত হইবে।

(২) সম্পাদন যে বছর প্রথম করা হইয়াছে উহার পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সম্পাদনকারীর অধিকার বিদ্যমান থাকিবে।

(৩) কোন সম্পাদনের বিষয়ে সম্পাদনকারীর অধিকার অব্যাহত থাকাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্পাদনকারীর অনুমতি ব্যতীত উক্ত সম্পাদন অথবা উহার মৌলিক অংশের বিষয়ে নিম্নোক্ত কোন কার্য করেন, যথাঃ-

(ক) সম্পাদনটি কোন মাধ্যমে ধারণ করা,

(খ) ধারণকৃত সম্পাদনটির পুনরুৎপাদন করা, যাহাতে-

(১) সম্পাদনকারীর সম্মতি না থাকে, বা

(২) সম্পানকারীর যে উদ্দেশ্যে সম্মতি দিয়েছেন তা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, বা

(৩) উক্ত সম্পাদন ধারা ৩৫ এর বিধানাবলীতে বর্ণিত উদ্দেশ্য হইতে ভিন্ন হয়, বা

(গ) সম্পাদনটি এমন ভাবে সম্প্রচার করা হয় যাহাতে শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং বা দর্শনসাধ্য রেকর্ডিং না করিয়া সম্পাদন করা হয়, অথবা একই সম্প্রচার সংস্থা কর্তৃক ইতিপূর্বে সম্প্রচারিত বিষয়ের পুনঃসম্প্রচার যাহা সম্পাদনকারীর অধিকার লঙ্ঘন করে নাই, ইহার ব্যতিক্রম কিছু করা হইলে;

(ঘ) সম্প্রচার ব্যতীত অন্য কোন ভাবেও সম্পাদনটি জনগণের নিকট পৌছানোর ব্যবস্থা করা,

তাহা হইলে তৎকর্তৃক সম্পাদনকারীর অধিকার লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্মের প্রণেতা এবং সম্পাদনকারী ভিন্ন ব্যক্তি হইলে উহার সম্পাদনার জন্য প্রণেতার নিকট হইতে আবশ্যিকভাবে লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক উহার সম্পাদন করিতে হইবে।

**৩৫। সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার বা সম্পাদনকারীর অধিকার লঙ্ঘন করে না এমন কার্য।-** নিম্নোক্ত কার্যাবলী দ্বারা কোন সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার বা সম্পাদনকারীর অধিকার লংঘিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না-

(ক) শব্দ ধারণ বা দর্শনসাধ্য রেকর্ডিং তৈরিকারকের ব্যক্তিগত ব্যবহার অথবা কেবলমাত্র শিক্ষাদান অথবা গবেষণার উদ্দেশ্য তৈরি;

(খ) কোন সম্পাদন বা সম্পাদনের উদ্বৃত্ত অংশ সৎ উদ্দেশ্য ব্যবহার, চলমান ঘটনা প্রচার, পর্যালোচনা, শিক্ষা অথবা গবেষণার জন্য ব্যবহার;

(গ) প্রয়োজনীয় অভিযোজন এবং সংশোধনীসহ অনুরূপ অন্যান্য কার্য যাহাতে ধারা ৭৩ এর অধীনে কপিরাইট লংঘন সংঘটিত হয় না।

**৩৬। সম্প্রচার পুনরুৎপাদন অধিকার এবং সম্পাদনকারীর অধিকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য বিধান।-** কোন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে সম্প্রচার পুনরুৎপাদনের অধিকার এবং সম্পাদনের অধিকারের ক্ষেত্রে কপিরাইট বা সম্পদনকারীর অধিকার বিদ্যমান থাকিলে কপিরাইটের মালিক বা, ক্ষেত্রমত, সম্পাদনকারীর অথবা উভয়ের সম্মতি ব্যতিরেকে উক্ত সম্প্রচার পুনরুৎপাদনের জন্য প্রদত্ত কোন অনুমোদন কার্যকর হইবে না।

## অধ্যায়-৭

## প্রকাশিত কর্মের সংস্করণের ক্ষেত্রে প্রকাশকের অধিকার

**৩৭। মুদ্রণশৈলী সংরক্ষণ এবং উহার মেয়াদ।-** (১) কোন প্রকাশক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন গ্রন্থের সংস্করণ প্রকাশের নিমিত্ত ফটোগ্রাফিক বা অনুরূপ কোন প্রক্রিয়ায় মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাসপূর্বক উহার কপি তৈরি করিবার ক্ষমতা প্রদানের অধিকার ভোগ করিবেন এবং এইরূপ অধিকার যে বৎসর সংস্করণটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে উহার পরবর্তী বছরের শুরু হইতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সাহিত্য কর্মের ক্ষেত্রে প্রথম স্বত্বাধিকারী উহার স্বত্বনিয়োগীর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক যে কোন সময় স্বত্বনিয়োগ প্রত্যাহার করিলে প্রকাশক মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাস এবং প্রচ্ছদ নকশা প্রণয়নের অধিকারী হইবেন না, যদি তিনি উহার প্রথম স্বত্বাধিকারী না হন।

**৩৮। ফোনোগ্রাম সংরক্ষণ ও উহার মেয়াদ।-** (১) কোন সংগীত প্রকাশক বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কোন সংগীত বা শব্দ-ধ্বনির সংস্করণ প্রকাশের নিমিত্ত, সুর সংযোজনপূর্বক বা ব্যতীত, হুবহু বা কোন প্রক্রিয়ায় সুরের পুনঃবিন্যাসপূর্বক, উহার কপি তৈরি এবং স্থির বা ডিজিটাল বা কোন মাধ্যমে উহা সম্প্রচার করিবার অধিকার ভোগ করিবেন এবং এইরূপ অধিকার যে বৎসর সংস্করণটি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে উহার পরবর্তী বছরের শুরু হইতে পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে।

(২) সংগীত বা শব্দ-ধ্বনির সম্পাদনকারী কর্তৃক চুক্তির মাধ্যমে, ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, প্রকাশককে উপধারা (১) এ উল্লিখিত অধিকার প্রদান স্বত্বেও উহার সম্প্রচারের উপর উক্ত সংগীত বা শব্দ-ধ্বনির সম্পাদনকারীর নির্ধারিত রয়্যালটির অধিকার বহাল থাকিবে।

(৩) ফোনোগ্রামের সংস্করণ ও সম্প্রচারের অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়া অধ্যায় ৮ এর বিধানাবলী অনুযায়ী কপিরাইট সমিতি কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদনকারীর নির্ধারিত রয়্যালটির অধিকার প্রয়োগের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।

**৩৯। লঙ্ঘন ইত্যাদি।-** প্রকাশকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতিরেতে কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ফটোগ্রাফিক, ডিজিটাল বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় কোন সংস্করণ বা উহার মৌলিক অংশের মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাসের কপি তৈরি করিলে বা করিবার কারণ ঘটাইলে, তিনি প্রকাশকের অধিকার লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতির গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে প্রকাশক এবং সংস্করণসমূহের মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাস যথাক্রমে প্রণেতা ও কর্ম হিসেবে বিবেচিত হইবে।

ব্যাখ্যাঃ- "মুদ্রণশৈলীগত বিন্যাস" অর্থে ক্যালিগ্রাফিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

## অধ্যায়-৮

## লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষা

**৪০। লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অধিকার।-** (১) এই আইন দ্বারা লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির নিম্নরূপ অভিব্যক্তিসমূহের অধিকার সুরক্ষা করা হইবে; যথাঃ-

(ক) লোকসংস্কৃতির মৌখিক অভিব্যক্তি;
(খ) লোক সংস্কৃতির সাংকেতিক বা সুর সংবলিত অভিব্যক্তিসমূহ;
(গ) লোকসংস্কৃতির শারীরিক কসরৎ-প্রধান অভিব্যক্তিসমূহ;
(ঙ) লোকসংস্কৃতির মূর্ত অভিব্যক্তিসমূহ;
(চ) লোকভাষা, চিহ্ন, প্রতীক ইত্যাদি;
(ছ) লুপ্ত বা লুপ্তপ্রায় অভিব্যক্তি;
(জ) সনাক্তকৃত নূতন কোন মূর্ত বা বিমূর্ত অভিব্যক্তি।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অভিব্যক্তিসমূহের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট সমাজ বা কম্যুনিটি যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন বিদ্যমান থাকিবে এবং কোনো কম্যুনিটি বিলুপ্ত হইলে সরকার সেই অধিকারের মালিক হইবে।

**৪১। লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির তালিকা সংরক্ষণ।-** (১) সরকার সনাক্তকৃত লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

(২) সরকার সনাক্তকৃত লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির তালিকা, লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির উৎস-সমাজ (Origin-community) এবং তাহাদের প্রতিনিধিত্বকারী স্বীকৃত কমিনিউটি, সংগঠন, মিউজিয়াম, ইত্যাদির হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

৪২। **লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অধিকার সুরক্ষায় করণীয়।-** (১) লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক ব্যবহারের পূর্বে উৎস-সমাজের বা প্রযোজ্যমত উহার পরিপোষণে নিয়োজিত সরকারি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির কোন অভিব্যক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের পূর্বে উক্তরূপ ব্যবহারকারী, উৎপাদনকারী বা সরবরাহকারীকে উহার উৎস-সমাজের সঙ্গে উহা ব্যবহারের শর্ত ও সীমা উল্লেখপূর্বক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। এইরূপে সম্পাদিত যে কোন চুক্তি কপিরাইট রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে, এবং উহার একটি বিবরণ কপিরাইট অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

৪৩। **অর্থ বণ্টন।-** (১) লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিমিত্ত সম্পাদিত চুক্তির অধীন প্রাপ্ত অর্থ বন্টন বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(২) প্রাপ্ত অর্থ লোকজ্ঞান, লোকসংস্কৃতি ও সামগ্রিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নকল্পে ব্যয় করা হইবে।

(৩) সরকার বিধি মোতাবেক সকল জীবিত অংশীজনের মধ্যে অর্জিত অর্থ বন্টন করিবে।

## অধ্যায়-৯
## কপিরাইট সমিতি

৪৪। **কপিরাইট সমিতির নিবন্ধন।-** (১) এই আইনের অধীন, উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলী ব্যতিরেকে, কোন ব্যক্তি বা সমিতি কপিরাইট বিদ্যমান আছে এমন কোন কর্মের জন্য অথবা এই আইনের অধীন প্রদত্ত অন্য কোন অধিকারের বিষয়ে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অথবা অব্যাহত রাখিতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কপিরাইটের মালিক কোন নিবন্ধিত কপিরাইট সমিতির সদস্য হিসাবে তাহার উপর প্রযোজ্য বাধ্যবাধকতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ উপায়ে নিজস্ব কোন কর্মের বিষয়ে লাইসেন্স প্রদানের অধিকার অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত শর্ত পূরণকারী প্রত্যেক সমিতি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কার্যক্রমের অনুমতির জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে, এবং রেজিস্ট্রার উক্ত আবেদন প্রয়াজনীয় অনুসন্ধানপূর্বক সরকারের নিকট দাখিল করিবেন। উক্তরূপ আবেদন দাখিলের পর সরকারের অনুমোদনসাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কপিরাইট সমিতির সনাক্তকরণ সংখ্যা উল্লেখ করিয়া নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন।

(৩) প্রণেতা এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য অধিকারের মালিকদের স্বার্থ, জনস্বার্থ ও জনগণের সুবিধা এবং, বিশেষতঃ, লাইসেন্স প্রার্থী হইতে পারে এমন ব্যক্তিসমষ্টির স্বার্থ ও সুবিধা এবং আবেদনকারীগণের যোগ্যতা এবং পেশাগত দক্ষতা বিবেচনা করিয়া সরকার, নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, কোন সমিতিকে কপিরাইট সমিতিরূপে নিবন্ধিত করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার সাধারণতঃ একই শ্রেণীর কর্মের বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একের অধিক সমিতিকে নিবন্ধিত করিবে না।

(৪) উপধারা (৩) এর বিধানের অধীন সমিতির নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে ৫ বছর। কোন নিবন্ধিত সমিতি নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর উহার কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে চাহিলে নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার অন্যুন তিন মাস পূর্বে রেজিষ্ট্ররের নিকট পুনঃনিবন্ধনের আবেদন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রার উক্ত সমিতির কার্যক্রম নিরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে উহাকে পরবর্তী মেয়াদে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন প্রদানের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করিবেন। অতঃপর উপধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারের পূর্বানুমতিসাপেক্ষে উক্ত সমিতির লাইসেন্স পরবর্তী ৫ বছর মেয়াদে নবয়ন করিবেন।

(৫) সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন কপিরাইট সমিতি কপিরাইট মালিকদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে, তাহা হইলে যথাযথ অনুসন্ধানপূর্বক উক্ত সমিতির নিবন্ধন বাতিল করিতে রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ নির্দেশ প্রদানের তারিখ হইতে উক্ত কপিরাইট সমিতির নিবন্ধন বাতিল হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ বাতিল সত্বেও উক্ত সমিতির নিকট কোন কপিরাইট মালিকের কোন অনিষ্পন্ন দায় থাকিলে উহা এইরূপে পরিশোধ করিবেন যেন তাহার নিবন্ধন অব্যাহত রহিয়াছে।

আরো শর্ত থাকে যে কপিরাইট সমিতির নিবন্ধন বাতিল করা হইলে উহার কার্য নির্বাহের জন্য সরকার একজন প্রশাসক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৬) কোন নির্দিষ্ট সেক্টরে কপিরাইট সমিতি গঠিত না হইলে কিংবা কোন সমিতির কার্যক্রম স্থগিত থাকাকালে বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কপিরাইট অফিস কপিরাইট সমিতির অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৭) কপিরাইট সমিতির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার সকল প্রকার আইনানুগ সহায়তা প্রদান করিবে।

(৮) নিবন্ধিত সমিতিসমূহ বিধিদ্বারা নির্ধারিত হারে তাদের আয়ের অংশ কপিরাইট অফিসের নির্ধারিত কোডে জমা প্রদান করিবে।

**৪৫। কপিরাইট সমিতি কর্তৃক মালিকদের অধিকার নির্বাহ।-** (১) এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে,-

(ক) কোন কপিরাইট সমিতি যে কোন অধিকারের মালিকের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রদান, লাইসেন্স ফিস আদায় বা উভয়বিধ কার্যের মাধ্যমে তাঁহার কোন কর্মের কোন অধিকার পরিচালনার জন্য একচ্ছত্র কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট চুক্তির অধীন কপিরাইট সমিতির অধিকার ক্ষুন্ন না করিয়া, কোন অধিকারের মালিকের উক্তরূপ কর্তৃত্ব প্রত্যাহার করিয়া নেওয়ার “ক্ষমতা” থাকিবে।

(২) এই আইনের অধীন উদ্ভূত অধিকারের অনুরূপ অধিকার পরিচালনা করে এইরূপ বিদেশী সমিতি বা সংস্থার সহিত কোন কপিরাইট সমিতি নিম্নরূপ কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে; যথাঃ-

(ক) উক্ত বিদেশী সমিতি বা সংস্থাকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রে উক্ত বাংলাদেশী কপিরাইট সমিতির প্রশাসনাধীন কোন অধিকার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব প্রদান;

(খ) উক্ত বিদেশী সমিতি বা সংস্থার ব্যবস্থাপনাধীন কোন অধিকারের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন সমিতি বা সংস্থা বাংলাদেশী কর্ম এবং অন্যান্য কর্মের লাইসেন্সের শর্ত বা আদায়কৃত ফি বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করিতে পারিবে না।

(৩) নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, প্রত্যেক কপিরাইট সমিতি -

(ক)  এই আইনের আওতাধীন কোন অধিকারের বিষয়ে ধারা ৫১ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে;

(খ)  অনুরূপ লাইসেন্স মোতাবেক ফিস আদায় করিতে পারিবে;

(গ) স্বীয় ব্যয় কর্তনপূর্বক অনুরূপ ফিস অধিকারের মালিকদের মধ্যে বণ্টন করিতে পারিবে;

(ঘ) ধারা ৪৭-এর বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য যে কোন কার্য করিতে পারিবে।

**৪৬। কপিরাইট সমিতি কর্তৃক পারিশ্রমিক প্রদান।-** কপিরাইট সমিতি, এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, কোন কর্মের প্রচার সংখ্যা বিবেচনা করিয়া কপিরাইটের প্রত্যেক মালিককে প্রদেয় রয়্যালটির অংশ নির্ধারণের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত অর্থ কপিরাইট সমিতির যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় কর্মের প্রচারসংখ্যার ভিত্তিতে উহার মালিকদের র মধ্যে সীমিত থাকিবে।

**৪৭। কপিরাইট সমিতির উপর কপিরাইট ও রিলেটেড রাইট মালিকদের নিয়ন্ত্রণ।-** (১) ধারা ৪৫ এর উপধারা (২) এ বর্ণিত বিদেশী সমিতি বা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত অধিকারসমূহের মালিকগণ ব্যতীত কপিরাইট ও রিলেটেড রাইট মালিকগণের যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্যেক কপিরাইট সমিতি বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতেঃ

(ক) ফিস আদায় ও বণ্টনের জন্য কপিরাইট ও রিলেটেড রাইট স্বত্বাধিকারীগণের অনুমোদন গ্রহণ করিবে;

(খ) আদায়কৃত ফিস হইতে অধিকারের মালিকগণের মধ্যে বণ্টন ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য উক্ত অধিকারের মালিকদের অনুমোদন গ্রহণ করিবে;

(গ) উক্ত মালিকদেরকে তাহাদের অধিকার পরিচালনার বিষয়ে উহার কার্যকলাপ সম্পর্কে নিয়মিত পূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্য প্রদান করিবে;

(২) আদায়কৃত ফিস অধিকারের মালিকদের মধ্যে, তাহাদের কর্মের প্রকৃত ব্যবহারের অনুপাতে, বণ্টন করিতে হইবে।

**৪৮। রিটার্ণ এবং প্রতিবেদন।-** (১) প্রত্যেক কপিরাইট সমিতি, নির্ধারিত সময়সীমায় এবং পদ্ধতিতে, যে সকল কর্মের ক্ষেত্রে উহার লাইসেন্স প্রদান করিবার এখতিয়ার রহিয়াছে সেই সকল লাইসেন্স প্রদান বাবদ যেসকল ফিস, চার্জ, রয়্যালটি আদায় করিবার প্রস্তাব করে উহার বিবরণসহ অন্যান্য রিটার্ণ প্রস্তুত করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) সরকার হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কপিরাইট সমিতি কর্তৃক পরিচালিত অধিকার বাবদ আদায়কৃত ফিস এই আইনের বিধানাবলী অনুসারে যথাযথভাবে ব্যবহৃত ও বণ্টিত হইতেছে কিনা সেই সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইবার জন্য কপিরাইট সমিতি হইতে যে কোন প্রতিবেদন অথবা নথি তলব করিতে পারিবে।

**৪৯। হিসাব এবং নিরীক্ষা।-** (১) এই আইনের ধারা ৪৪ এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক কপিরাইট সমিতি যথাযথভাবে হিসাব ও অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে এবং সরকার কর্তৃক কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের সহিত পরামর্শক্রমে এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত ফরমে যথাযথ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হিসাব বিবরণী এবং অন্যান্য কার্যক্রমের নথি সংরক্ষণ করিবে।

(২) সরকার হইতে প্রাপ্ত প্রত্যেক কপিরাইট সমিতির অর্থের হিসাব কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে তৎকর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে এবং উক্ত নিরীক্ষা বাবদ ব্যয়িত অর্থ কপিরাইট সমিতি কর্তৃক কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলকে প্রদেয় হইবে।

(৩) কোন সরকারি হিসাব নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল এর যেই ক্ষমতা ও অধিকার থাকে, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কপিরাইট সমিতির হিসাব নিরীক্ষার ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল অথবা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তির একই ক্ষমতা ও অধিকার থাকিবে, এবং বিশেষতঃ কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজনে যে কোন নথি, বই, হিসাব এবং অন্যান্য দলিলাদি এবং কাগজপত্র তলব করিতে এবং কপিরাইট সমিতির যে কোন অফিস পরিদর্শন করিতে পারিবে।

**৫০। অব্যাহতি।**-(১) এই অধ্যায়ের কোন কিছুই এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বের কোন কর্মে কোন পারফরমিং রাইটস সোসাইটি কর্তৃক অর্জিত অধিকার বা উহার উপর অর্পিত দায়িত্বের অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না।

(২) এই অধ্যায়ের কোন কিছুই এই আইন বলবৎ হওয়ার পূর্বের কোন কর্মের বিষয়ে পারফরমিং রাইটস সোসাইটির অধিকার ও দায়িত্ব বিষয়ে উদ্ভূত কোন বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমকে প্রভাবিত করিবে না।

## অধ্যায়-১০

## লাইসেন্স

**৫১। কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী প্রদত্ত লাইসেন্স।**— (১) কোন বিদ্যমান কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী বা কোন ভবিষ্যৎ কর্মের কপিরাইটের সম্ভাব্য স্বত্বাধিকারী তাহার, বা তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির, স্বাক্ষরিত অনুমতি বা লাইসেন্সের মাধ্যমে ধারা ১৭ অনুযায়ী কপিরাইটের যে কোন স্বার্থ প্রদান করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ভবিষ্যত কর্মের কপিরাইট সম্পর্কিত লাইসেন্সের ক্ষেত্রে, কর্মটি অস্তিত্বশীল হওয়ার পর লাইসেন্স কার্যকর হইবে।

ব্যখ্যাঃ কোন ভবিষ্যৎ কর্মের কপিরাইটের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্মটি অস্তিত্বশীল হইবার পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে, তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি, লাইসেন্সে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, লাইসেন্সের সুবিধা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে।

(২) কপিরাইট সম্পর্কিত লাইসেন্সের বিষয়ে কোন বিরোধ উত্থাপিত হইলে তাহা এই আইনের ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হইবে।

**৫২। কপিরাইট ও রিলেটেড রাইট এর বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান।- (১)** প্রকাশিত বা সম্পাদিত বাংলাদেশী কোন কর্মের কপিরাইটের মেয়াদের মধ্যে যদি এই মর্মে রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করা হয় যে ঐ কর্মের কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট এর স্বত্বাধিকারী-

(ক) কর্মটি পুনঃপ্রকাশ করিতে বা পুনঃপ্রকাশ করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন অথবা কর্মটি সম্পাদন করিবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং উক্তরূপ অস্বীকৃতির কারণে কর্মটির উপযোগ হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত হইতেছে, অথবা

(খ) কর্মটি সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগনের নিকট পৌছাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন, এবং

(গ) যদি রেজিস্ট্রার তৎকর্তৃক যথাযথ অনুসন্ধানের পর যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্তরূপ অস্বীকৃতির কারণ যুক্তিসংগত নহে বা তাহা জনস্বার্থের অনুকূল নহে,

তাহা হইলে রেজিস্ট্রার, ঐ কর্মের কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট এর স্বত্বাধিকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদানপূর্বক, কর্মটি পুনঃপ্রকাশের জন্য যেইরূপ নির্ধারণ করিবে কপিরাইট বা রিলেটেড রাইট এর স্বত্বাধিকারীকে সেইরূপ ক্ষতিপূরণ প্রদান সাপেক্ষে এবং ক্ষেত্রমত অন্য কোন শর্ত আরোপ করিয়া, অবেদনকারীকে কর্মটি পুনঃপ্রকাশ বা সম্পাদন অথবা সম্প্রচার করিবার জন্য লাইসেন্স প্রদান করিতে পারিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আবেদনকারীকে নিবন্ধন প্রদানের পূর্বে নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি আবেদন পেশ করিলে, বোর্ডের বিবেচনায়, যে আবেদনকারী সর্বোৎকৃষ্টরূপে জনস্বার্থ রক্ষা করিবে, সেই আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।

**৫৩। অপ্রকাশিত বাংলাদেশী কর্মের বাধ্যতামূলক লাইসেন্স।-** (১) যেক্ষেত্রে কোন বাংলাদেশী কর্মের প্রণেতা মৃত, অজ্ঞাত বা নিরুদ্দেশ অথবা অনুরূপ কর্মের কপিরাইটের মালিকের কোন সন্ধান নাই, সেক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম প্রকাশের বা যে কোন ভাষায় উহার অনুবাদ বা অভিযোজন প্রকাশের অনুমতি চাহিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করিতে পারিবে।

(২) রেজিস্ট্রার উপধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনার জন্য বোর্ডে উপস্থাপন করিবেন। বোর্ড, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান, রয়্যালটি নির্ধারণ এবং শর্ত ও সীমা নির্ধারণপূর্বক দরখাস্তকারীর অনুকুলে লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার জন্য রেজিস্ট্রারকে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং রেজিস্ট্রার দরখাস্তকারীর অনুকূলে, তৎকর্তৃক রয়্যালটি পরিশোধ ও অন্যান্য শর্তাদি পতিপালিত হইলে, বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কপিরাইটের মালিক বা, ক্ষেত্রমত, তাহার উত্তরাধিকারী, নির্বাহক বা আইনানুগ প্রতিনিধি যে কোন সময় উক্ত রয়্যালটি দাবি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন কর্মের মূল প্রণেতা জীবিত না থাকিলে সরকার জনস্বার্থে কর্মটির প্রকাশ সমীচীন বিবেচনা করিলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কর্মটি প্রকাশ করিবার জন্য, উপর্যুক্ত বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, প্রণেতার উত্তরাধিকারী, নির্বাহক অথবা বৈধ প্রতিনিধিকে উহা প্রকাশের জন্য আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন কর্ম প্রকাশ করা না হইলে কর্মটি প্রকাশের অনুমতির জন্য বোর্ড, কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করতঃ নির্ধারিত পদ্ধতিতে অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উক্ত আবেদনকারীকে নির্ধারিত রয়্যালটি প্রদানের শর্তে কর্মটি প্রকাশের অনুমতি দিতে পারিবে।

**৫৪। অনুবাদ বা অভিযোজন তৈরি ও প্রকাশের লাইসেন্স।-** (১) কোন সাহিত্য বা নাট্য কর্মের প্রথম প্রকাশের পাঁচ বছর পর কোন ব্যক্তি বাংলাদেশে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় এমন কোন ভাষায় উহার অনুবাদ বা অভিযোজন তৈরি ও প্রকাশের জন্য রেজিস্ট্রারের নিকট লাইসেন্স চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, শিক্ষকতা, বৃত্তি অথবা গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে, কোন ব্যক্তি মুদ্রণ অথবা পুনরুৎপানের অনুরূপ কোন মাধ্যমে বাংলাদেশী ব্যতীত অন্য কোন সাহিত্য বা

নাট্যকর্মের অনুবাদ বা অভিযোজন তৈরি ও প্রকাশের জন্য, কর্মটির প্রথম প্রকাশের তিন বছর পরে, রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে অনুরূপ অনুবাদ বা অভিযোজন কোন উন্নত দেশে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয় না এমন ভাষায় হয়, সে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুরূপ দরখাস্ত উক্ত কর্মটি প্রকাশের এক বছর পরে করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২)-এর অধীন প্রত্যেক দরখাস্ত নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে এবং কর্মটির অনুবাদ বা অভিযোজনের প্রতি কপির প্রস্তাবিত খুচরা মূল্য উল্লেখ করিতে হইবে ।

(৪) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন লাইসেন্সের প্রত্যেক আবেদনেকারী তাহার আবেদনের সহিত নির্ধারিত ফিস রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন।

**৫৫। কতিপয় উদ্দেশ্যে কর্ম পুনরুৎপাদন এবং প্রকাশ করিবার লাইসেন্স।-** (১) যদি কোন উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সংগীত, চিত্রকলা অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কর্ম প্রথম প্রকাশের পরবর্তী ৭ বছর, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বস্তুগত বিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, প্রযুক্তিবিদ্যা অথবা তৎসংশ্লিষ্ট কোন কর্ম প্রথম প্রকাশের পরবর্তী ৩ বছর, এবং অন্য যে কোন ক্ষেত্রে, কর্মটি প্রথম প্রকাশের পরবর্তী ৫ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর উহার অনুলিপি বাংলাদেশে যদি পাওয়া না যায়, অথবা অনুরূপ অনুলিপি ৬ মাস সময়সীমার মধ্যে জনসারণের জন্য অথবা পদ্ধতিগত শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পুনরুৎপাদনের অধিকারের মালিক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে যুক্তিসংগত মূল্যে বাংলাদেশে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা না হয়, তাহ হইলে যে কোন ব্যক্তি অনুরূপ কর্ম পদ্ধতিগত শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে অনুরূপ কর্মের কোন সংস্করণ যে মূল্যে বিক্রয় হয় সেই মূল্যে অথবা তদপেক্ষা কমমূল্যে বিক্রয়ের জন্য পুনরূৎপাদন ও প্রকাশের জন্য লাইসেন্স চাহিয়া রেজিস্ট্রারের/ বোর্ডের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে, যাহাতে কর্মটির পুনরূৎপাদিত প্রতিটি কপির প্রস্তাবিত খুচরা মূল্য উল্লেখ থাকিবে।

(৩) এই ধারার অধীনে লাইসেন্স এর জন্য আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফিস রেজিস্ট্রারের অনুকূলে জমা করিবে।

**৫৬। অনুবাদ বা অভিযোজনের লাইসেন্স বাতিলকরণ।-** (১) ধারা ৫৪ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন ভাষায় কোন কর্মের অনুবাদ বা অভিযোজন তৈরি ও প্রকাশনার জন্য লাইসেন্স প্রদানের পর কর্মটির কপিরাইটের মালিক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি একই ভাষায় কর্মটির অনুবাদ বা অভিযোজন প্রকাশ করেন, যাহা অভিন্ন ও সমমানসম্পন্ন কর্মের অনুবাদের বা অভিযোজনের মূল্যের সহিত তুলনীয়, তাহা হইলে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিল হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বাতিল কার্যকর হইবে না, যদি লাইসেন্সধারী ব্যক্তির প্রতি অনুবাদের বা অভিযোজনের অধিকারের মালিক কর্তৃক পূর্বোক্তমতে অনুবাদ বা অভিযোজন প্রকাশের বিষয় অবগত করিয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত নোটিশ জারির পর তিন মাস সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়।

আরো শর্ত থাকে যে, লাইসেন্স বাতিল কার্যকর হওয়ার পূর্বে তৈরি ও প্রকাশিত লাইসেন্সকৃত কর্মের অনুলিপি বিক্রয় ও বিতরণ অব্যাহত থাকিবে, যদি না ইতোমধ্যে তৌরকৃত ও প্রকাশিত কপি বিধিদ্বারা নির্ধারিত মেয়াদে নিঃশেষিত না হইয়া যায়।

(২) ধারা ৫৫ এর অধীন কোন কর্মের পুনরুৎপাদন অথবা অনুবাদ তৈরি ও প্রকাশের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার পরবর্তী কোন সময়ে পুনরুৎপাদনের অধিকারের মালিক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন

ব্যক্তি যদি উক্ত কর্মের অনুলিপি বিক্রয় বা বিতরণ করে, যাহা মূলতঃ অভিন্ন ও সমমানসম্পন্ন কর্মের মূল্যের সহিত তুলনীয়, তাহা হইলে ঐরূপ মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সটি বাতিল হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বাতিল কার্যকর হইবে না, যদি লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উপর পুনরুৎপাদনের অধিকারের মালিক কর্তৃক কর্মটির সংস্করণসমূহের অনুলিপি বিক্রয় বা বিতরণের বিষয় অবগত করিয়া প্রদত্ত নোটিশ জারির তিন মাস সময়সীমা অতিক্রান্ত না হয়।

আরো শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বাতিল কার্যকর হওয়ার পূর্বে লাইসেন্সধারী কর্তৃক পুনরুৎপাদিত কপির বিক্রয় অথবা বিতরণ অব্যাহত থাকিবে যদি ইতোমধ্যে তৈরিকৃত অনুলিপি বিধিদ্বারা নির্ধারিত মেয়াদে নিঃশেষিত না হইয়া থাকে।

## অধ্যায়-১১
## কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন

**৫৭। কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন।-** (১) কোন কর্মের প্রণেতা, প্রকাশক বা কপিরাইট ও রিলেটেড রাইটের স্বত্বাধিকারী বা উহাতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্য, নাট্যকর্ম, সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান কপিরাইটের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করিয়া রেজিস্ট্রারের নিকট আবেদন দাখিল করতি হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার, তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের পর কর্মটির বা প্রতিষ্ঠানের বিবরণ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিবেন এবং ঐরূপ রেজিস্ট্রেশনের একটি সনদপত্র আবেদনকারীকে প্রদান করিবে।

(৩) কোন কর্ম নিবন্ধিত হইলেও কোন সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা কপিরাইট রেজিস্ট্রার স্বপ্রণোদিত হইয়া উক্ত কর্ম দ্বারা অন্য কোন নিবন্ধিত কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন হইয়াছে কি না তাহা তদন্ত করিতে পারিবে এবং তদন্তে উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হইলে নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) কোন নিবন্ধন কর্মের সনদপত্র হারাইয়া গেলে, চুরি হইলে বা বিনষ্ট হইলে কপিরাইট রেজিস্ট্রার উক্ত সনদ পত্রের ডুপ্লিকেট কপি ইস্যু করিতে পারিবেন।

**৫৮। কপিরাইটের স্বত্বনিয়োগ, স্বত্বাধকারী প্রদত্ত লাইসেন্স ইত্যাদির রেজিস্ট্রেশন।-** (১) কোন কপিরাইটের স্বত্ব প্রদানে আগ্রহী কোন ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিস প্রদান করিয়া, যে স্বত্ব প্রদান করা হইবে উহার মূল দলিল এবং একটি অনুলিপি, রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিলপূর্বক স্বত্বনিয়োগের রেজিস্ট্রেশন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর রেজিস্ট্রার, যথাযথ অনুসন্ধানের পর সন্তুষ্ট হইলে কপিরাইটের রেজিষ্টারে উক্ত প্রদানের বিবরণ সন্নিবেশিত করিবেন।

(৩) যে স্বার্থ প্রদান করা হইয়াছে উহার সত্যায়িত অনুলিপিটি কপিরাইট অফিসে রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং মূল দলিলের সঙ্গে রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট সংযুক্ত করিয়া, উহার জমাদানকারীকে ফেরত দিতে হইবে।

**৫৯। কপিরাইটের রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্তি এবং ইনডেক্স ইত্যাদির সংশোধন।-** কপিরাইট রেজিস্টারে কোন ভুল বা অসম্পুর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হইলে রেজিস্ট্রার স্ব-উদ্যোগে কিংবা স্বার্থযুক্ত ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে,

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে পারিবেন।

**৬০। বোর্ড কর্তৃক রেজিস্টার সংশোধনের আদেশ প্রদান।-** কপিরাইট রেজিস্টারে কোন ভুল বা অসম্পুর্ণ তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে মর্মে আবেদন পাওয়ার পরও ধারা ৫৯ অনুযায়ী উহার সংশোধন করিতে রেজিস্ট্রার লিখিতভাবে অস্বীকৃতি জানাইলে বোর্ড, কোন ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত অনুসন্ধানপূর্ব যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে আবেদনকারীর দাবী পুনঃবিবেচনা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় তাহা হইলে, কপিরাইট রেজিস্টারে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভূক্তি বা সংশোধনীর সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।

**৬১। কপিরাইট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত বিবরণ আপাতঃ (prima facie) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হওয়া।-**
(১) কপিরাইটের রেজিস্টার ও ইনডেক্স এর কোন বিবরণ আপাতঃ (prima facie) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রত্যায়িত এবং কপিরাইট অফিসের সীলমোহরকৃত কপিরাইট রেজিস্টার ও ইনডেক্স এর কোন অনুলিপি সর্ব আদালতে মূল দলিল বা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।
(২) কোন কপিরাইট বা রিলেটেড রাইটের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে যে ব্যক্তিকে যে ধরণের স্বত্বের অধিকারী হিসাবে দেখানো হইয়াছে তিনি ঐরূপ স্বত্বের স্বত্বাধিকারী হিসাবে গণ্য হইবেন।

**৬২। কপিরাইটের রেজিস্ট্রার, ইনডেক্স, ফরম এবং রেজিস্টার পরিদর্শন।-** (১) রেজিস্ট্রার কপিরাইট অফিসে নির্ধারিত ফরমে কপিরাইটের রেজিষ্টার নামে একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে কর্মের নাম ও শিরোনাম, গ্রন্থকার, প্রণেতা, প্রকাশক এবং কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা এবং নির্ধারিত অন্য সকল বিবরণ থাকিবে।
(২) রেজিস্ট্রার কপিরাইটের রেজিস্টারের নির্ধারিত ইনডেক্সও রাখিবেন।
(৩) এই ধারার অধীন সংরক্ষিত কপিরাইটের রেজিস্টার এবং উহার ইনডেক্স যুক্তিসংগত সকল সময়ে পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকিবে, এবং যে কোন ব্যক্তি উক্ত রেজিস্টার বা ইনডেক্সের কপি বা উহাদের অংশ বিশেষ, নির্ধারিত ফিস প্রদান এর শর্ত সাপেক্ষে, পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

**৬৩। কপিরাইট রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত তথ্যের প্রকাশ।-** কপিরাইট রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত ধারা ৫৬ এবং ৫৭ অনুযায়ী কপিরাইটের নিবন্ধনসংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ধারা ৫৯ ও ৬০ অনুযায়ী কৃত সংশোধনীর তথ্য রেজিস্ট্রার তাহার বিবেচনায় যথাযথ কোন উপায়ে প্রকাশ করিবেন।

## অধ্যায়-১২
## প্রকাশিত পুস্তক, সংবাদপত্র এবং চলচ্চিত্রের কপি সরকারি কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ

**৬৪। জাতীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ।-** প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ নং) এর ধারা ২৪ এর বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, এই আইন কার্যকর হইবার পর আইন ও তদধীন বিধিমালা সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রকাশিত পুস্তকের প্রকাশক, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি সত্বেও, প্রকাশনার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে নিজ খরচে উত্তম বাঁধাই বা সেলাই বা স্ট্রিচকৃত, সর্বোত্তম কাগজে মুদ্রিত এবং মূল বইতে ম্যাপ ও চিত্র থাকিলে তাহা সহ হুবহু একটি কপি জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা করিবেন; তবে

পরবর্তী কোন সংস্করণে পুস্তকটিতে কোন তথ্যের সংযোজন বা পরিবর্তন আনা না হইলে তাহা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

**৬৫। জাতীয় গ্রন্থাগারে সাময়িকী ও সংবাদপত্র সরবরাহ।**- প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন) এ্যাক্ট, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ নং) এর ধারা ২৬ এর বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, এই আইন কার্যকর হইবার পর আইন ও তদধীন বিধিমালা সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেক সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রকাশক নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট সাময়িকী বা সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার এক কপি উহা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই জাতীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহ করিবেন।

**৬৬। সরবরাহকৃত পুস্তকের রসিদ।**- ন্যাশনাল লাইব্রেরির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, বিলবিওগ্রাফার বা অন্য কোন পদবীর কর্মচারি অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি ধারা ৬৪ বা ৬৫ অনুসারে প্রাপ্ত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্র জাতীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহের প্রমান হিসেবে উহার জমাকারীকে লিখিত রসিদ প্রদান করিবেন, যাহার অনুলিপি তিনি সংরক্ষণ করিবেন।

**৬৭। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের প্রয়োগ।**- সরকার কর্তৃক বা সরকারি কোন কর্তৃপক্ষের অধীন প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও এই অধ্যায়ের বিধান প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু শুধুমাত্র দাপ্তরিক কার্যে ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত পুস্তকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

**৬৮। চলচ্চিত্রের কপি ফিল্ম আর্কাইভে দাখিল।**- চলচ্চিত্রের স্বত্বাধিকারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে তাহাদের নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য, স্বল্পদৈর্ঘ্য অথবা যে কোন দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের কমপক্ষে একটি কপি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে গবেষণা বা অন্য কোন প্রয়োজনে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে দাখিল করিবেন।

**৬৯। সংগীত কর্মের অডিও-ভিডিও এর কপি আর্কাইভে দাখিল।**— কোন সংগীত কর্মের স্বত্বাধিকারীগণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রণীত বা প্রকাশিত সংগীত কর্মের অডিও-ভিডিও এর কমপক্ষে একটি কপি দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ, ভবিষ্যতে গবেষণা বা অন্য কোন প্রয়োজনে অডিও এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বেতার এবং ভিডিও এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশনের আর্কাইভে উহা প্রকাশের ষাট দিনের মধ্যে দাখিল করিবেন।

## অধ্যায়-১৩
## আন্তর্জাতিক কপিরাইট

**৬৯। বিদেশি কর্মে কপিরাইট সম্প্রসারণ করিবার ক্ষমতা।**- (১) সরকার, প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া, এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, এই আইনের সকল বা যে কোন বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথাঃ-

(ক) কোন কর্ম বাংলাদেশের বাহিরের কোন ভূখন্ডে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে এই আদেশটি এমনভাবে সম্পর্কিত যেন উহা বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল;

(খ) কোন অপ্রকাশিত কর্ম বা কর্মশ্রেনী যাহার প্রণেতা বা প্রণেতাগণ উহার প্রণয়নকালে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হইলেও আদেশটি এমনভাবে সম্পর্কিত যেন প্রণেতা বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন;

(গ) কোন কর্ম যাহার প্রণেতা কোন বিদেশি রাষ্ট্রে অভিবাসী হইলেও আদেশটি এমনভাবে সম্পর্কিত যেন তিনি বাংলাদেশের অভিবাসী;

(ঘ) কোন কর্ম যাহার প্রণেতা উহার প্রথম প্রকাশনার তারিখে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন বা তাহার মৃত্যু হইলে, উহার প্রকাশের সময় তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করলেও আদেশটি এমনভাবে সম্পর্কিত যেন উহার প্রণেতা কর্মটির প্রকাশকালে বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন;

অতঃপর এই অধ্যায়ের এবং উক্ত আদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে, এই আইন কার্যকর হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে,

(অ) সরকার, এই ধারার বিধান অনুযায়ী কোন আদেশ জারী করিবার পূর্বে কোন বিদেশি রাষ্ট্র, যাহার সহিত কপিরাইট বিষয়ে বাংলাদেশের কোন চুক্তি বলবৎ নাই, তৎসম্পর্কে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইবে যে উক্ত রাষ্ট্র এমন কোন বিধান প্রণয়ন করিয়াছে বা করিবার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে এই আইনের বিধানাবলীর আওতায় উক্ত রাষ্ট্রে উক্ত কর্মের কপিরাইটের অধিকার সংরক্ষণের জন্য উহা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

(আ) উক্ত আদেশে এই মর্মে বিধান করা যাইতে পারে যে, এই আইনের বিধানাবলী সাধারণভাবে অথবা আদেশে উল্লিখিত কর্ম বা উক্ত শ্রেণীর বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ই) উক্ত আদেশে এই মর্মে বিধান করা যাইতে পারে যে, বাংলাদেশের কপিরাইটের মেয়াদ যে বিদেশি রাষ্ট্রের সহিত আদেশটি সম্পর্কিত তাহার প্রণীত আইন দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রম না করে;

(ঈ) উক্ত আদেশে এই মর্মে বিধান করা যাইতে পারে যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পুস্তকের কপি সরবরাহ সম্পর্কিত এই আইনের বিধানাবলী, আদেশের দ্বারা যতখানি সম্ভব বিধান করা যায় তাহা ব্যতীত, উক্ত রাষ্ট্রে প্রথম প্রকাশিত কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(উ) কপিরাইটের স্বত্ব সম্পর্কে এই আইনের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যতদূর অব্যাহতি ও সংশোধনের বিবেচনা করা যায়, আদেশে প্রয়োজন অনুযায়ী সেইরূপ বিধান করা যাইবে;

(ঊ) উক্ত আদেশে বিধান করা যাইতে পারে যে, এই আইন বা ইহার অংশবিশেষ আদেশের কার্যকারিতা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রণীত বা প্রথম প্রকাশিত কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না;

(ঋ) আদেশে বিধান করা যাইতে পারে যে, এই আইন দ্বারা প্রদত্ত অধিকার এতদুদ্দেশ্য প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।

(২) সরকার উপ-ধারা (১) এর বিধান বাংলাদেশের বাহিরের অডিও-ভিডিও রেকর্ডিং সংশ্লিষ্ট অভিনেতা ও প্রযোজক এবং সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারিবে।

**৭০। কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্ম সম্পর্কিত বিধান।- (১)** সরকার, সরকারি প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই ধারাটি প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। তবে উক্ত সংস্থায় অবশ্যই এক বা একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্র সদস্য থাকিবে।

(২) যে ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোন সংস্থার নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণাধীনে কোন কর্ম সম্পাদিত বা প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং এই ধারার ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনভাবে বাংলাদেশে উক্ত কর্মের কোন কপিরাইট থাকিত না, বা ক্ষেত্রমত, উহার প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশে হইত না, এবং প্রকাশিত হইলেও উপরিউক্তভাবে কর্মটির প্রণেতার সহিত এমন চুক্তি থাকিত, যাহাতে কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর অধিকার সংরক্ষণ করে না,

অথবা এই আইনের ধারা ১৫ এর অধীন কর্মটি কপিরাইটের কোন সংস্থার মালিকানাধীন, সেক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশে কর্মটির কপিরাইট বিদ্যমান থাকিবে।

(৩) এই ধারা প্রযোজ্য হয় এমন কোন সংস্থা, যাহার প্রাসঙ্গিক সময়ে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার আইনগত যোগ্যতা ছিল না, কপিরাইটের অধিকারী হওয়া বা কপিরাইট সম্পর্কিত কার্যাদি করা সম্পর্কিত বিষয়ে এবং কপিরাইট প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সংবিধিবদ্ধ সংস্থারূপে উক্ত সংস্থার আইনগত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল এবং আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

**৭১। বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত বিদেশি প্রণেতার কর্মের স্বত্বের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপের ক্ষমতা।-** সরকারের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশী কর্মের গ্রন্থকারদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছে না, তাহা হইলে সরকার সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিয়া  এই মর্মে আদেশ জারি করিতে পারিবে যে, এই আইনের যে সকল বিধান দ্বারা বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত কর্মের কপিরাইট প্রদান করা হয় সেই সকল বিধান, আদেশে উল্লিখিত তারিখের পরে প্রকাশিত ঐ সকল কর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যে সকল কর্মের গ্রন্থকার ঐরূপ বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক এবং বাংলাদেশের অভিবাসী নহেন।

## অধ্যায়-১৪

## কপিরাইটের লংঘন

**৭২। কপিরাইট লঙ্ঘন।-** কোন কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে-

(ক)  যখন কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কপিরাইটের মালিক বা রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত বা অনুরূপভাবে প্রদত্ত লাইসেন্সের শর্ত বা এই আইনের অধীন কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত কোন শর্ত লঙ্ঘন পূর্বক-

(অ) এমন কিছু করেন যাহা করিবার একচেটিয়া অধিকার এই আইন দ্বারা কপিরাইটের মালিককে দেওয়া হইয়াছে, অথবা

(আ) লাভবান হইবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ্যে এমন কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য অনুমতি প্রদান করেন যাহাতে কর্মটির কপিরাইট লঙ্ঘিত হয়, যদি ইহা তাহার অজ্ঞাতে হইয়া থাকে, এবং তাহার নিকট এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকে যে উক্ত কর্মের উপস্থাপন বা সম্পাদনের দ্বারা উহার কপিরাইটের লঙ্ঘন ঘটে; অথবা

(খ) যখন কোন ব্যক্তি-

(১) কর্মটির বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করেন বা বিক্রয় বা ভাড়া প্রদানের ব্যবস্থা করেন অথবা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করেন বা বিক্রয় বা ভাড়া প্রদানের প্রস্তাব করেন;

(২) বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অথবা কপিরাইটের মালিকের অধিকার ক্ষুন্ন হয় এইরূপ মাত্রায় উহার বিতরণ করেন;

(৩) বাণিজ্যিকভাবে উহা জনসাধারণকে প্রদর্শন করেন;

(৪) কোন কর্মের অধিকার লঙ্ঘিত কপি বাংলাদেশে আমদানি করেন।

ব্যাখ্যাঃ- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সাহিত্য, নাটক, সঙ্গীত বা অন্য কোন শিল্পকর্মকে চলচ্চিত্রে রূপান্তর উহার "অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি" বলিয়া গণ্য হইবে।

**৭৩। কতিপয় কার্য যাহাতে কপিরাইট লঙ্ঘন হইবে না।-** (১) নিম্নলিখিত কার্যগুলি কপিরাইটের লঙ্ঘন সংঘটিত করিবে না, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বা শিল্পকর্মের সদ্ব্যবহার-

(১) গবেষণাসহ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন অথবা ব্যক্তিগত ব্যবহার,

(২) উক্ত কর্ম অথবা অন্য কোন কর্মের সমালোচনা অথবা পর্যালোচনা,

(খ) নিম্নে উল্লিখিত মাধ্যমে চলমান ঘটনা বিবৃত করিবার উদ্দেশ্যে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত অথবা শিল্পকর্মের সদ্ব্যবহার, যথাঃ-

(১) সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সাময়িকী,

(২) সম্প্রচার বা চলচ্চিত্র, ফটোগ্রাফি বা ডিজিটাল মাধ্যম,

(গ) বিচার কার্যধারা বা বিচার কার্যধারার রিপোর্টের উদ্দেশ্যে কোন সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বিষয়ক বা শিল্পকর্মের পুনরুৎপাদন,

(ঘ) জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্তৃক কেবলমাত্র সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বা অনুরূপ কর্মের ব্যবহারের জন্য সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শিল্পকর্ম পুনরুৎপাদন;

(ঙ) আপাততঃ বলবৎ কোন আইন অনুসারে কোন সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শিল্পকর্ম বা অনুরূপ কর্মসমূহের সার্টিফাইড কপির পুনরুৎপাদন;

(চ) কোন প্রকাশিত সাহিত্য বা নাট্যকর্মের যুক্তিসঙ্গত উদ্ধৃতি জনসমক্ষে পাঠ করা বা আবৃত্তি;

(ছ) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য এবং অনুরূপভাবে শিরোনামে উল্লিখিত সংকলনের প্রকাশ, যাহা প্রধানতঃ নন-কপিরাইট বিষয় লইয়া মুদ্রিত এবং কোন প্রকাশক কর্তৃক বা তাহার পক্ষে জারিকৃত কপিরাইট বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু যাহা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত নয়, এমন সাহিত্য বা নাট্যকর্মের সংক্ষিপ্ত অংশের প্রকাশ,

তবে শর্ত থাকে যে, পাঁচ বৎসরের সময়সীমার মধ্যে অভিন্ন প্রকাশক কর্তৃক একই প্রণেতার দুই এর অধিক রচনার অংশ প্রকাশ করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।- কোন যৌথ প্রণেতার কর্মের ক্ষেত্রে, এই দফায় কর্মের রচনার অংশের রেফারেন্স অর্থে এক বা একাধিক প্রণেতার অন্য যে কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় কৃত রচনার অংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) শিক্ষক বা ছাত্র কর্তৃক শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় এবং কেবলমাত্র শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বা পরীক্ষায় উত্তরদান করিতে হইবে এমন প্রশ্নপত্রের অংশরূপে বা অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত, শিল্পকর্ম বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন অথবা অভিযোজন,

(ঝ) কোন সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার অংশরূপে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অথবা কোন চলচ্চিত্র বা শব্দ-ধ্বনি ধারণ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি এবং ছাত্রদের দ্বারা সম্পাদিত কর্ম, যদি অনুরূপ কর্মচারি ও ছাত্রদের এবং ছাত্রদের পিতামাতা ও অভিভাবক এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের তৎপরতার সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে দর্শকমন্ডলী সীমিত থাকে,

(ঞ) কোন কথাসহ সঙ্গীত কর্মের বিষয়ে শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং তৈরি, যদি-

কর্মটির কপিরাইটের মালিক কর্তৃক বা তাহার লাইসেন্স দ্বারা ইতিপূর্বে ঐ কর্মটির শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং হইয়া থাকে, এবং উক্ত শব্দ রেকর্ডিং প্রস্তুতকারী ব্যক্তি শব্দ রেকর্ডিং তৈরি করিবার ইচ্ছা জানাইয়া নির্ধারিত পদ্ধতিতে নোটিশ দিয়া থাকেন, যে সকল কভার ও লেবেল দ্বারা রেকর্ডিং বিক্রয় হইবে সেই সকল কভার ও লেবেলের অনুলিপি সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং তৎকর্তৃক তৈরি করা হইবে এমন সমস্ত

শব্দ রেকর্ডিং বাবদ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্থিরকৃত রয়্যালটি কর্মটির কপিরাইটের মালিককে পরিশোধ করিয়া থাকেন।

তবে শর্ত থাকে যে,

(১) অনুরূপ শব্দ-ধ্বনি রেকর্ড প্রস্তুতকারী ব্যক্তি কর্মটির কোন পরিবর্তন করিতে বা উহা হইতে কিছু বাদ দিতে পারিবেন না, যদি অনুরূপ পরিবর্তন অথবা বর্জন ইতিপূর্বে কপিরাইটের মালিক কর্তৃক বা তাহার লাইসেন্স দ্বারা করা না হয়, অথবা যদি অনুরূপ পরিবর্তন বা বর্জন শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং-এ কর্মটির অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন হয়,

(২) শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং এমন প্যাকেট অথবা এমন লেবেলসহ বিতরণ করা যাইবে না যাহাতে জনসাধারণকে উহার পরিচিতি বিষয় ভুল ধারণা দিতে বা বিভ্রান্ত করিতে পারে,

(৩) কর্মটির প্রথম শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং তৈরি হওয়ার বৎসর শেষের পরবর্তী দুইটি পঞ্জিকা বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে অনুরূপ কোন শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং তৈরি করা যাইবে না; এবং

(৪) অনুরূপ শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং প্রস্তুতকারী ব্যক্তি কপিরাইটের মালিক অথবা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেন্ট অথবা প্রতিনিধিকে অনুরূপ শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং বিষয়ে রেকর্ড এবং হিসাব বহি পরিদর্শনের সুযোগ দিবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, যদি বোর্ডের নিকট এই মর্মে কোন অভিযোগ আনা হয় যে, এই দফার অধীনে প্রস্তুতকৃত কোন শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং- এর জন্য কপিরাইটের মালিক সম্পূর্ণ অর্থ প্রাপ্ত হন নাই এবং বোর্ড প্রাথমিকভাবে সন্তুষ্ট হয় যে অভিযোগটি সত্য, তাহা হইলে বোর্ড এক তরফা আদেশ দ্বারা অনুরূপ শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং প্রস্তুতকারী ব্যক্তিকে অধিকতর অনুলিপি তৈরি বন্ধ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে রয়্যালটি প্রদানের আদেশ দানসহ উহার বিবেচনায় উপযুক্ত অনুরূপ আরও আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(ট) কোন অডিও-ভিজ্যুয়াল রেকর্ড ব্যবহার করিয়া আবাসিক হোটেল, রেস্টুরেন্ট, বার, উড়োজাহাজে বা অনুরূপ বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সুবিধাদির অংশ ব্যতীত মুনাফার জন্য স্থাপিত বা পরিচালিত নহে এইরূপ কোন ক্লাব, সমিতি বা অন্যান্য সংস্থার তৎপরতার অংশ হিসাবে শ্রুত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে;

(ঠ) কোন অপেশাদার ক্লাব বা সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে অথবা কোন ধর্মীয়, দাতব্য বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপকারার্থে উপস্থাপন করা হয় এমন কোন সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বিষয়ক কর্মের সম্পাদন;

(ড) সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, সাময়িকী বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় নিবন্ধের পুনরুৎপাদন করা যাহার পুনরুৎপাদনের অধিকার কপিরাইট অফিস কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয় নাই;

(ঢ) জনসাধারণ্যে প্রদত্ত কোন বক্তৃতার রিপোর্ট সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন বা সাময়িকী বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ;

(ণ) জনগণ কর্তৃক বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য অলাভজনক গ্রন্থাগার অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা বা তাঁহার নির্দেশানুসারে উক্ত গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশে পাওয়া যায় না এইরূপ কোন পুস্তকের (পঞ্জিকা, স্বরলিপি, ম্যাপ, চার্ট বা প্লানসহ) অনধিক তিন কপি তৈরি;

(ত) গবেষণা বা ব্যক্তিগত অধ্যয়নের অভিপ্রায়ে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন কোন গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত কোন অপ্রকাশিত সাহিত্য, নাট্য, সঙ্গীত বা শিল্পকর্ম বা অনুরূপ কর্মের পুনরুৎপাদন।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে অনুরূপ কোন কর্মের প্রণেতার পরিচয় বা যৌথ প্রণেতার কর্মের ক্ষেত্রে, প্রণেতাগণের মধ্যে যে কাহারও পরিচয় লাইব্রেরি, মিউজিয়াম বা, ক্ষেত্রমত, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জ্ঞাত থাকে, সেক্ষেত্রে এই দফার বিধান কেবলমাত্র তখনই প্রযোজ্য হইবে যদি অনুরূপ প্রণেতার মৃত্যুর তারিখ হইতে বা যৌথ প্রণেতার কর্মের ক্ষেত্রে, যে প্রণেতার পরিচয় জ্ঞাত তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে বা, যদি একাধিক প্রণেতার পরিচয় জ্ঞাত হয়, তাহা হইতে ঐরূপ প্রণেতাগণের মধ্যে সর্বশেষে যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাহার মৃত্যুর তারিখ হইতে ষাট বৎসরের পরবর্তী কোন সময়ে করা হয়,

(থ) নিম্নবর্ণিত বিষয়ের পুনরুৎপাদন অথবা প্রকাশনা যথাঃ-

(১) জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন ব্যতীত সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে এমন যে কোন বিষয়;

(২) সরকার কর্তৃক পুনরুৎপাদন বা প্রকাশ নিষিদ্ধ করা না হইলে সরকার নিযুক্ত কমিটি, কমিশন, কাউন্সিল, বোর্ড বা অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার রিপোর্ট পুনরুৎপাদন বা প্রকাশ;

(৩) জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত ভাষ্য সহকারে পুনরুৎপাদিত বা প্রকাশিত হইয়াছে এমন কোন আইন;

(৪) সংশ্লিষ্ট আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্যান্য বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পুনরুৎপাদন বা প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা না হইলে উক্ত আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা বিচার বিভাগীয় র্কর্তৃপক্ষের রায় বা আদেশ পুনরুৎপাদন বা প্রকাশ;

(দ) নিম্নবর্ণিত অবস্থায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন এবং তদধীন প্রণীত কোন বিধি অথবা আদেশ যে কোন ভাষায় অনুবাদ, তৈরি বা প্রকাশনা, যথাঃ-

(১) উক্ত ভাষায় অনুরূপ আইন বা বিধি বা আদেশের অনুবাদ ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক তৈরি বা প্রকাশিত না হওয়া; অথবা

(২) উক্ত ভাষায় অনুরূপ আইন বা বিধি বা আদেশের অনুবাদ ইতিপূর্বে সরকার কর্তৃক তৈরি ও প্রকাশিত হইয়া থাকিলে, অনুবাদটি জনগণের কাছে বিক্রয়ের জন্য মজুদ নাই;

(ধ) ভবন নির্মাণ ব্যতীত, কোন স্থাপত্য শিল্পকর্মের চিত্রাংকন, রেখাচিত্র, খোদাই, আলোকচিত্র, ডিজিটাল কর্ম তৈরি বা প্রকাশ অথবা কোন স্থাপত্য শিল্পকর্মের প্রদর্শন করা;

(ন) প্রকাশ্যস্থানে বা জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন স্থানে স্থায়ীভাবে কোন ভাস্কর্য বা অন্যান্য শিল্পকর্মের চিত্রাংকন, রেখাচিত্র, খোদাই বা আলোকচিত্র তৈরি বা প্রকাশ;

(প) কোন চলচ্চিত্রে যথা:-

(১) প্রকাশ্য স্থানে বা জনসাধারণের প্রবেশাধিকার আছে এমন কোন স্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থিত কোন শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্তি;

(২) অন্যান্য যে কোন শিল্পকর্মের অন্তর্ভুক্তি, যদি অনুরূপ অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র পটভূমিরূপে হয় অথবা ঐ কর্মে রূপায়িত প্রধান বিষয়ের সহিত কোন কারণে প্রাসংগিক হয়;

(ফ) কোন শিল্প কর্ম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য কোন প্রণেতার তৈরিকৃত ছাঁচ, নক্সা, পরিকল্পনা, নমুনা অথবা আলেখ্য ব্যবহার, যেক্ষেত্রে প্রণেতা ঐ শিল্পকর্মের কপিরাইটের মালিক নন।

তবে শর্ত থাকে যে, তিনি যেন শিল্পকর্মটির মূল ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি বা অনুকরণ না করেন;

(ব) কোন স্থাপত্য নক্সা বা পরিকল্পনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মূল ভবন বা কাঠামোর অনুকরণে কোন ভবন বা কাঠামোর পুনঃনির্মাণ।

তবে শর্ত থাকে যে, মূল নির্মাণ কাজটি উক্ত নক্সা বা পরিকল্পনার মালিকের সম্মতি বা লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক সম্পাদিত হইতে হইবে;

(ভ) কোন চলচ্চিত্রের রেকর্ডকৃত বা পুরুৎপাদিত কোন সাহিত্য, নাট্য, বা সঙ্গীত কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার পর উহার প্রদর্শনী,

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এর উপ-দফা (২), দফা (খ) এর উপ-দফা (১) এবং দফা (ঘ), (চ), (ছ), (ড) ও (ত) এর বিধানাবলী কোন কার্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না যদি না উক্ত কার্যটি নিম্নোক্তভাবে সনাক্তকৃত হয়ঃ

(১) শিরোনামা বা অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা কর্মটি সনাক্তকরণ,

(২) যদিনা কর্মটি বেনামী হয় অথবা উহার প্রণেতা পূর্বে সম্মত হইয়া থাকেন যে তাহার নামের কোন স্বীকৃতির প্রয়োজন নাই, উহার প্রণেতাকে সনাক্ত করিয়া,

(ম) কোন কম্পিউটার বা ডিজিটাল কর্মের অনুলিপির বৈধ স্বত্ত্বাধিকারী কর্তৃক উক্ত অনুলিপি হইতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে উক্ত কর্মটির একটি অনুলিপি বা অভিযোজন তৈরি-

(১) উক্ত কর্মটি যে উদ্দেশ্যে সরবরাহ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য, অথবা

(২) কেবলামাত্র যে উদ্দেশ্যে উক্ত কর্মটি সরবরাহ করা হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হারানো, ধ্বংস বা ক্ষতি হইতে সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী সুরক্ষা স্বরূপ সহায়ক অনুলিপি তৈরি;

(য) কোন সম্প্রচার সংস্থা কর্তৃক উহার নিজস্ব সুবিধা ব্যবহার করিয়া নিজস্ব সম্প্রচারের জন্য এমন কোন কর্মের অস্থায়ী রেকর্ডিং করা যাহাতে উহার সম্প্রচার অধিকার আছে এবং কর্মটির ব্যতিক্রমধর্মী দালিলিক চরিত্র থাকার পরিপ্রেক্ষিতে রেকর্ডটি আর্কাইভে রাখার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা

(র) সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সরকারি অনুষ্ঠানে বা কোন প্রকৃত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ক কর্ম সম্পাদন করা অথবা অনুরূপ কর্ম জনগণের নিকট প্রচার করা বা উহার কোন শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং তৈরি করা।

ব্যাখ্যাঃ এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ধর্মীয় অনুষ্ঠান অর্থে বিবাহ শোভাযাত্রা এবং বিবাহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সামাজিক উৎসব অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ল) যে ক্ষেত্রে কোন কর্মের সাধারণ ফরম্যাট দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের ব্যবহারের উপযোগী না হইয়া থাকে সে ক্ষেত্রে দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের স্বার্থে কাজ করিয়া থাকে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরিকৃত দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের পাঠ বা ব্যবহার উপযোগী ব্রেইল বা অন্য কোন বিশেষ বিন্যাস;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তৈরিকৃত বিশেষ বিন্যাসের কপি দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীদের মধ্যে উৎপাদন ব্যয়ের মূল্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ অলাভজনক ভিত্তিতে বিতরণ করিতে হইবে।

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে যে, উক্ত বিশেষ বিন্যাসে তৈরিকৃত কপি কেবল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধীগণ ব্যবহার করিবে এবং ইহার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী সাহিত্য, নাট্য বা সঙ্গীত বিষয়ক কর্মের অনুবাদের বা অভিযোজনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, যেইভাবে উহারা মূল কর্মটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

**৭৪। শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, ভিডিও ডিজিটাল কর্মে অন্তর্ভুক্ত তথ্যাদি।**- (১) শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং এর ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত না করিয়া কোন শব্দ-ধ্বনির রেকর্ডিং প্রকাশ করিবে না, যথা:-

(ক) শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং প্রস্তুতকারীর নাম ও ঠিকানা,

(খ) উক্ত কর্মের কপিরাইটের মালিকের নাম ও ঠিকানা,

(গ) উহার প্রথম প্রকাশনার বছর,

(ঘ) উহার বার কোড (যদি থাকে)।

(২) ভিডিও চিত্র প্রদর্শনকালে বা ভিডিও ক্যাসেটের উপর বা অন্যান্য পাত্রে নিম্নোক্ত বিবরণীসমূহ প্রদর্শন না করিয়া কোন ব্যক্তি কোন কর্মের ভিডিও চিত্র প্রকাশ করিবে না, যথাঃ

(ক) ভিডিও চিত্র প্রস্তুতকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা;

(খ) অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত কর্মটির কপিরাইটের মালিকের নিকট হইতে ভিডিও চিত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স অর্জন করিয়াছেন মর্মে প্রদত্ত একটি ঘোষণাপত্র;

(গ) অনুরূপ কর্মের কপিরাইটের মালিকের নাম ও ঠিকানা; এবং

(ঘ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মটি একটি চলচ্চিত্র, যাহার প্রদর্শনীর জন্য সেন্সরশীপ অব ফিল্ম এ্যাক্ট, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ৪ ধারার বিধান অনুসারে সনদপত্র আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মের বিষয়ে বর্ণিত ধারার অধীনে মঞ্জুরিকৃত সনদপত্রের একটি অনুলিপি।

(ঙ) শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, ভিডিও চিত্র ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ করার ক্ষেত্রেও উপধার (১) ও (২) এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

**৭৫। অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি আমদানি।**- (১) বাংলাদেশে তৈরি করা হইলে কপিরাইট লঙ্ঘন হইত এইরূপ কোন কমের্র বাংলাদেশের বাহিরে তৈরিকৃত অনুলিপি বাংলাদেশে আমদানি করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে প্রণীতব্য বিধি সাপেক্ষে, রেজিস্ট্রার বা এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুলিপি পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন উড়োজাহাজ, জাহাজ, যানবাহন, ডক বা আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ অনুলিপি পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১)-এর বিধান প্রযোজ্য হয় আমদানিকৃত এইরূপ অনুলিপি কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ১৬ এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশে আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত পণ্যদ্রব্যরূপে গণ্য হইবে এবং উক্ত আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আইনের অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সকল কপি সরকারে ন্যস্ত করিতে হইবে বা সরকারকে অবগত করিয়া কর্মটির কপিরাইটের মালিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য বিমোচন ফিস সরকারের অনুকূলে পরিশোধসাপেক্ষে তাহাকে ফেরত প্রদান করা যাইবে।

## অধ্যয়-১৫
## রয়্যালটি

**৭৬। প্রণেতার অনোপনীয় অধিকার।**— কোন কর্মে উহর প্রণেতার, ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদনকারীর, অনোপনীয় অধিকার থাকিবে।

(২) সরকার, কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ বা গণবিজ্ঞপ্তি জারী করিয়া, কোন কর্মের সম্পাদন, সম্প্রচার বা পরিবেশনের জন্য উক্ত কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী বা প্রণেতাকে পরিশোধের জন্য রয়্যালটি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) রয়্যালটি নির্ধারণ ও পরিশোধের পদ্ধতি বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, প্রণেতা বা ক্ষেত্রবিশেষে সম্পাদনকারী তাহার কর্মটি কোন চুক্তির আওতায় অভিযোজন, সম্পাদন, পুনঃসম্পাদন বা পরিবেশনের জন্য চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমানের রয়্যালটি নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

**৭৭। কপিরাইট সমিতি কর্তৃক রয়্যালটি আদায়।**— (১) কোন কপিরাইট সমিতি উহার সহিত নিবন্ধিত বা তালিকাভূক্ত কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর কোন কর্ম কোন স্থির শব্দ-ধ্বনি বা দর্শনযোগ্য মাধ্যমে বা পুনঃআহরণযোগ্য অন্য কোন মাধ্যমে পরিবেশন, প্রচার বা সম্প্রচারের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি সংশ্লিষ্ট পরিবেশন, প্রচার বা সম্প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(২) কপিরাইট সমিতি উপধারা (১) এ উল্লিখিত রয়্যালটি সংশ্লিষ্ট কর্মের প্রণেতা বা সম্পাদনকারী, ক্ষেত্রবিশেষে কপিরাইট অফিসের অনুকূলে পরিশোধ করিবে।

(৩) কপিরাইট সমিতি উহার দায়িত্ব পালনের জন্য আদায়কৃত রয়্যালটি হইতে নির্ধারিত চার্জ সমিতির নামীয় হিসাবে জমা রাখিতে পারিবে। এবং উক্তরূপ চার্জের বার্ষিক হিসাব কপিরাইট অফিসে দাখিল করিতে হইবে।

**৭৮। পাবলিক ডোমেইনভূক্ত শিল্পকর্মের সম্প্রচারের উপর রয়্যালটি আরোপ।**— (১) সরকার প্রয়োজনে কোন কর্মের কপিরাইটের মেয়াদ শেষ হইবার পরও উহার পুনরুৎপাদন, পুনঃঅভিযোজন, ব্যবহার, পরিবেশন, সম্পাদন বা কোন মাধ্যমে প্রচার বা সম্প্রচারের উপর রয়্যালটি আরোপ ও আদায় করিতে পারিবে।

(২) পাবলিক ডোমেইনভূক্ত কোন বিশেষ বা সমূদয় কর্মের বা কর্মশ্রেনীর রয়্যালটিবাবদ অর্জিত অর্থ সরকার উক্ত কর্মের বা উক্তরূপ শ্রেনীর কর্ম প্রসারের প্রণোদনা সৃষ্টি, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্তরূপ রয়্যালটি বাবদ অর্জিত অর্থের সমূদয় বা আংশিক কর্মটির প্রণেতা বা কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবে।

**৭৯। সম্প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তির দায়।**— সম্প্রচারে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা বা সম্পাদনকারী কর্তৃক কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীকে বা লোকজ্ঞান ও লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তি বা ক্ষেত্রমত পাবলিক ডোমেইনভূক্ত কর্মের ক্ষেত্রে সরকারকে সরাসরি, কপিরাইট সমিতির মাধ্যমে বা ক্ষেত্রমত কপিরাইট অফিসের মাধ্যমে রয়্যালটি পরিশোধ ব্যতিরেকে উহার সম্পাদন বা সম্প্রচার কপিরাইটের লংঘন মর্মে গণ্য হইবে, এবং এরূপ লংঘিত সম্পাদন বা সম্প্রচার বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

## অধ্যায়-১৬
## অপরাধ, শাস্তি এবং প্রতিকার

**৮০। অপরাধ ও দন্ডসমূহ।**—

(১) যদি—

(ক) কোন প্রকাশক কোন সাহিত্যকর্মের প্রণেতার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘনপূর্বক, বানিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক, অতিরিক্ত পুস্তকের কপি মূদ্রণ ও প্রকাশ করেন-

তাহা হইলে তিনি অন্যূন এক লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং উক্ত অতিরিক্ত প্রকাশিত পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইবে।

(খ) সম্প্রচারের অধিকার না থাকা সত্বেও সম্প্রচারে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কোন কর্মের সম্পাদনা ও সম্প্রচার করিয়া থাকেন-

তাহা হইলে তিনি অন্যূন এক লক্ষ টাকা কিন্তু অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং উক্ত অবৈধ সম্প্রচারটি বাজেয়াপ্ত হইবে।

(গ) কোন কপিরাইট সমিতি নির্ধারিত সময়সীমায় এবং পদ্ধতিতে তৎকর্তৃক প্রদানকৃত লাইসেন্স ও আদায়কৃত ফিস ইত্যদির বিবরণ সংবলিত রিটার্ণ যথাসময়ে রেজিস্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়-

তাহা হইলে উক্ত কপিরাইট সমিতি অন্যূন দশ হাজার টাকা কিন্তু অনধিক পচিশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে।

(ঘ) যদি কোন কর্মের সম্পাদনে আগ্রহী কোন ব্যক্তি উক্ত কর্মের প্রণেতার নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ না করিয়া বা উহাতে উল্লিখিত কোন শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া উহার সম্পাদন করেন,

তাহা হইলে তিনি অন্যূন পচিশ হাজার টাকা কিন্তু অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন,

(ঙ) যদি কোন চলচ্চিত্রের প্রযোজক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন চলচ্চিত্রের কপি বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে জমাদানে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(চ) যদি কোন প্রকাশক কোন পুস্তক প্রকাশনার তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে কপি  জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা করিতে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(ছ) যদি কোন সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রকাশক তৎকর্তৃক প্রকাশিত সাময়িকী বা সংবাদপত্রের কপি উহা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই জাতীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহ না করেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দশ হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(জ) যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে বোর্ড কর্তৃক কোন কর্মের পুনরুৎপাদন, অভিযোজন অথবা অনুবাদ তৈরি ও প্রকাশের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয় কিন্তু লাইসেন্স প্রদানের যুক্তিসঙ্গত সমযের মধ্যে উহার পুনরুৎপাদন, অভিযোজন অথবা অনুবাদ তৈরি ও প্রকাশে ব্যর্থ হন,

তাহা হইলে তিনি অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ঐরূপ মঞ্জুরকৃত লাইসেন্সটি বাতিল হইবে।

(ঝ) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন পুস্তক বা সাময়িকী প্রকাশ করেন,

তাহা হইলে তিনি অন্যূন পচিশ হাজার টাকা এবং অনধিক তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। এবং উক্তরূপ প্রকাশিত পুস্তক বা সাময়িকী বাজেয়াপ্ত হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) এই আইনের অধীন কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী না হইয়া উহার প্রকাশ, পরিবেশন বা সম্পাদন করেন;

(খ) এই আইনের অধীন কোন কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী বা ভবিষ্যৎ কর্মের কপিরাইটের স্বত্বাধিকারীনিযুক্ত না হইয়া, অথবা স্বত্ব প্রদানকারী যেই পরিমাণ স্বত্ব তাহাকে প্রদান করিয়াছেন তাহার অতিরিক্ত স্বত্বের মালিকানা প্রয়োগ করিয়া উহার প্রকাশ, পরিবেশন বা সম্পাদন করেন,

(গ) কোন কর্মের প্রণেতার মৃত্যুর পূর্বে অপ্রকাশিত কোন কর্মের ক্ষেত্রে উইলমূলে বা অন্য কোন আইনগত হস্তান্তর দলিল ব্যতিরেকে বা কপিরাইটের স্বত্বাধিকারী কর্তৃক অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক উহার সম্পাদনের অধিকারী না হইয়া উহার সম্পাদন করেন,

(গ) কোন কর্মের পান্ডুলিপি অথবা মূল কপির পুনঃ বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থের নির্ধারিত অংশ উহার প্রণেতাকে পরিশোধ না করেন,

তাহা হইলে তিনি অন্যুন এক লক্ষ টাকা এবং অনধিক পাচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। এবং উক্তরূপ প্রকাশিত পুস্তক বা সাময়িকী বা উহার অনুলিপি বাজেয়াপ্ত হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠান কোন লোকজ্ঞান ও লোজসংস্কৃতির কোন অভিব্যক্তির মৌলিক ঐতিহ্যিক বিন্যাসে পরিবর্তন ও বিকৃতিসাধন কিংবা বাণিজ্যিক অধিকার লঙ্ঘন করে তাহা হইলে সে ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা প্রতিষ্ঠান অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি, চলচ্চিত্র ব্যতিরেকে, কোন কর্মের কপিরাইট বা এই আইনের ধারা ২১ এর অধীন অর্পিত অধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন বা করিতে সহায়তা করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকার অর্থদন্ড এবং অন্যূন ছয় মাস কিন্তু অনূর্ধ্ব চার বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইহা আদালতের সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, লঙ্ঘনটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে আদালত অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি চলচ্চিত্রের কপিরাইটের অধিকার বা এই আইনের বর্ণিত অন্য কোন অধিকার ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেন বা করিতে সহায়তা করেন তাহা হইলে তিনি অন্যূন এক লক্ষ টাকা এবং অনূর্ধ্ব পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড এবং অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কপিরাইট বিদ্যমান রহিয়াছে এমন কোন কর্মের অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে কোন প্লেট বা সফ্‌ট বা বা ডিজিটাল বা অনুরূপ অন্য কোন কপি তৈরি করেন বা দখলে রাখেন, বা কপিরাইটের মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং তাহার ব্যক্তিগত লাভের জন্য ঐরূপ কোন কর্মের জনসাধারণ্যে সম্পাদনের কারণ ঘটান,

তাহা ইহলে তিনি অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ দন্ড বা অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদন্ড বা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৭) যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) কোন কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্মের লংঘিত কপি অনুলিপি করিয়া যে কোন মাধ্যমে প্রকাশ, বিক্রয় বা একাধিক কপি বিতরণ করেন, তাহা হলে তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ডে এবং অনূর্ধ্ব চার লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

(খ) কপিম্পিউটার বা ডিজিটাল বা অন্য কোন যন্ত্রে কোন লংঘিত কপি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদরেন্ডে অথবা অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আদালতের সন্তুষ্টিতে প্রমাণিত হয় যে, কম্পিউটার কর্মটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে লংঘিত হয় নাই, তাহা হইলে উক্ত অপরাধে দোষী ব্যক্তি অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকার অর্থদন্ড বা অন্যূন তিন মাস কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৮) যদি কোন ব্যক্তি -

(ক) কপিরাইট রেজিস্টারে কোন মিথ্যা অন্তর্ভুক্তি সন্নিবেশ করেন বা করিবার কারণ ঘটান, বা

(খ) মিথ্যাভাবে রেজিস্টারে কোন অন্তর্ভুক্তির অনুলিপির অর্থ বহনকারী কোন লেখা লিখেন বা লিখান, বা

(গ) মিথ্যা জানিয়া ঐরূপ কোন অন্তর্ভুক্তি বা লেখা সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন বা প্রদান করেন অথবা উপস্থাপন বা প্রদান করিবার কারণ ঘটান, তিনি অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(৯) যদি কোন ব্যক্তি -

(ক) কোন কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তাকে এই আইনের কোন বিধানের আওতায় তাহার যে কোন কার্য সম্পাদনে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে, বা

(খ) এই আইন বা ইহার অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে কোন কিছু করিতে বা না করিতে প্রভাবিত করিবার অভিপ্রায়ে, মিথ্যা জানিয়া কোন মিথ্যা বিবৃতি বা ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব দুই বৎসরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(১০) যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) প্রণেতা নহেন এমন কাহারো নাম কোন কর্মের ভিতরে বা উপরে বা উক্ত কর্মের পুনরুৎপাদিত অনুলিপির ভিতরে বা উপরে এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযুক্ত করেন যাহাতে এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা; অথবা

(খ) এমন কোন কর্ম প্রকাশ, বিক্রয় বা ভাড়ায় প্রদান করেন অথবা বাণিজ্যিকভাবে জনসমক্ষে প্রদর্শন করেন যে, কর্মের ভিতরে বা উপরে এমন কোন ব্যক্তির নাম এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযুক্ত করা হইয়া থাকে যাহাতে এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা বা প্রকাশক, কিন্তু যিনি তাহার জানামতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা বা প্রকাশক নহেন; অথবা

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত কোন কর্ম করেন বা সেই কর্মের পুনরুৎপাদন বিতরণ করেন যে, কর্মের ভিতর বা উপরে কোন ব্যক্তির নাম এমনভাবে সন্নিবেশ বা সংযক্তু করা হয় যাহাতে এই মর্মে ইঙ্গিত বহন করে যে, ঐরূপ ব্যক্তি কর্মটির প্রণেতা, কিন্তু যিনি তাহার জানামতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা নহেন, অথবা কর্মটি জনসমক্ষে সম্পাদন করেন বা কোন বিশেষ প্রণেতার কর্মরূপে কর্মটি সম্প্রচার করেন যিনি যাহার জানামতে ঐরূপ কর্মের প্রণেতা নহেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব দুই বৎসর কারাদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(১১) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনে শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, ভিডিও চিত্র ও ডিজিটাল কর্ম ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্তব্য করিবার বিধানাবলী লঙ্ঘনপূর্বক কোন রেকর্ড বা ভিডিও চিত্র প্রকাশ করেন,

তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(১২) যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন দন্ডিত হইয়া পুনরায় অনুরূপ কোন অপরাধে দোষী হন তাহা হইলে তিনি দ্বিতীয় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে কিন্তু অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা বা অন্যূন এক বৎসর কিন্তু অনূর্ধ্ব পাঁচ বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইহা আদালতের সন্তুষ্টিমতে প্রমাণিত হয় যে, উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত লঙ্ঘনটি ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ধারায় মুনাফার উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনুর্ধ এক লক্ষ টাকা বা অনধিক ছয় মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

আরো শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রদত্ত কোন শাস্তিকে আমলে নেওয়া হইবে না।

**৮১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ।**– (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন কোম্পানী কর্তৃক সংঘটিত হইলে, অপরাধ সংঘটনের সময় উক্ত কোম্পানীর ব্যবসা পরিচালনার জন্য কোম্পানীর দায়িত্বে ছিলেন এবং কোম্পানীর নিকট দায়ী ছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং অধিকন্তু ঐ কোম্পানী ঐরূপ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ এবং সেইমত দন্ড আরোপ করা যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে কোন শাস্তির জন্য দায়ী করিবে না, যদি তিনি আদালতে প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে ঐ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল অথবা তিনি ঐরূপ অপরাধ সংঘটনরোধ করিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন অপরাধ যদি সংঘটিত হয় এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে, ঐ অপরাধ কোম্পানীর কোন পরিচালক, ম্যানেজার, সেক্রেটারী বা অন্যান্য কর্মতর্তার সম্মতি বা গাফিলতির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত পরিচালক, ম্যানেজার, সেক্রেটারি বা অন্যান্য কর্মকর্তাও ঐ অপরাধের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ জন্য এবং সেইমত দন্ড আরোপ করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্যে-

(ক) "কোম্পানী" অর্থে কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের সমিতিও অন্তর্ভূক্ত হইবে; এবং

(খ) ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে "পরিচালক" অর্থে উহার অংশীদারকে বুঝাইবে।

**৮২। ন্যায় নিরণায়ন।**– এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তি ও অর্থদন্ড আরোপসংক্রান্ত অপরাধ রেজিষ্ট্রার কর্তৃক ন্যায় নির্ণয়ন করা হইবে।

**৮৩। আদালত কর্তৃক বিচার।**- (১) জেলা জজ আদালত অপেক্ষা নিম্নতর কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না। তবে এ সংক্রান্ত যাবতীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং এ সংক্রান্ত বিশেষ আদালত, যদি থাকে বা নতুনভাবে গঠিত হয়, -এ দায়ের করা যাইবে।

(২) কপিরাইটের অধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ আমলযোগ্য, আপোষযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে।

(৩) কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত প্রত্যেক দেওয়ানী মামলা বা অন্য কোন দেওয়ানী কার্যধারা সংশ্লিষ্ট এলাকার এখতিয়ার সম্পন্ন জেলা জজ এর আদালতে রুজু ও বিচার করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোন কর্মের কপিরাইট অথবা এই আইনের অধীন অর্পিত অন্য কোন অধিকার লঙ্ঘন করা হয়, সেক্ষেত্রে কপিরাইটের বা, ক্ষেত্রমত, অনুরূপ অন্য অধিকারে স্বত্বাধিকারী, এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকা সাপেক্ষে, নিষেধাজ্ঞা, ক্ষতিপূরণ, হিসাব এবং অন্যান্য সকল প্রতিকার এবং স্বত্ব লঙ্ঘনের দায়ে আইনে প্রদত্ত অন্যান্য প্রতিকার পাইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে স্বত্ব লঙ্ঘনের তারিখ সংশ্লিষ্ট কর্মে কপিরাইট বিদ্যমান ছিল মর্মে তিনি অবগত ছিলেন না এবং ঐ কর্মের কপিরাইট ছিল না মর্মে তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ ছিল, তাহা হইলে অভিযোগকারী, স্বত্ব লঙ্ঘন সম্পর্কে আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও আদেশ ব্যতীত স্বত্ব লঙ্ঘনকৃত কপি বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত অর্থরে বিষয়ে কোন প্রতিকার পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৫) যখন কোন সাহিত্য, নাট্য ও সংগীত কর্মের ক্ষেত্রে কর্মটি প্রকাশিত হওয়ার সময় উহার কপির উপর প্রণেতা বা ক্ষেত্রমত, প্রকাশকের অর্থ বহনকারী কোন নাম দৃষ্টিগোচর হয়, অথবা কোন শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে, কর্মটি তৈরি হওয়ার সময় উহার উপর কোন নাম দৃষ্টিগোচর হয়, সেক্ষেত্রে যে ব্যক্তির নাম ঐভাবে দৃষ্টিগোচর হয় বা হইয়াছিল, ঐরূপ কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘন সম্পর্কে যে কোন আইনগত কার্যক্রমে ঐ ব্যক্তিকে প্রণেতা বা, ক্ষেত্রমত, প্রকাশক হিসাবে অনুমান করা হইবে, যদি না ভিন্নরূপ কিছু প্রমাণিত হইয়া থাকে।

(৬) কপিরাইট লঙ্ঘন সম্পর্কে যে কোন আইনগত কার্যক্রমে সকল পক্ষের খরচাদি আদালতের বিচক্ষণ ক্ষমতার বিবেচনাধীন হইবে।

**৮৩। কোন কর্মের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের রক্ষণ।-** এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি কোন কর্মের কপিরাইটের অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন অধিকারের মালিক হন, সেইক্ষেত্রে ঐরূপ যে কোন অধিকারের মালিক ঐ অধিকারের পরিসীমায় এই আইনে বিধৃত প্রতিকার পাইবেন এবং কোন মামলা দায়ের, ব্যবস্থা গ্রহণ বা অন্যান্য আইনগত কার্যক্রমের মাধ্যমে ঐরূপ মামলা বা আইনগত কার্যক্রমে অন্য যে কোন অধিকারের মালিককে পক্ষ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঐরূপ স্বত্ব প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

**৮৪। প্রণেতার বিশেষ স্বত্ব।–** (১) কোন কর্মের প্রণেতা ঐ কর্মের কপিরাইট স্বত্ব নিয়োগ বা পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও, কর্মটির প্রণয়ন-স্বত্ব দাবি করিতে পারিবেন এবং উক্ত কর্মের কোন বিকৃতি, অঙ্গহানি বা অন্যান্য পরিবর্তন সম্পর্কে অথবা উক্ত কর্মটির বিষয়ে তাহার সম্মান ও সুখ্যাতি ক্ষুন্ন হইতে পারে এমন অন্যান্য কার্যের জন্য, বিধিদ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ক্ষতিপূরণ এবং উক্তরূপ কার্যের প্রতিকার দাবি করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৩ এর উপধারা (১) এর দফা (ম) প্রযোজ্য হয় এমন কম্পিউটার প্রোগ্রামের কোন অভিযোজন নিয়ন্ত্রণের বা ঐ বাবদ ক্ষতিপূরণ দাবী করিবার কোন অধিকার উক্ত প্রণেতার থাকিবে না।

ব্যাখ্যাঃ কোন কর্ম প্রদর্শনে বা প্রণেতার সন্তুষ্টিমতে উহা প্রদর্শনে ব্যর্থতা এই ধারার অধীন অধিকার লংঘন মর্মে গণ্য হইবে না।

(২) কোন কর্মের রচনাস্বত্ব দাবী করিবার অধিকার ব্যতীত উপধারা (১) এর অধীন কোন কর্মের প্রণেতাকে প্রদত্ত অন্য কোন অধিকার ঐ প্রণেতার আইনানুগ প্রতিনিধদ্বারা প্রয়োগ করা যাইবে।

**৮৫। অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপির দখলকার বা লেনদেনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মালিকের অধিকার।-** কপিরাইট বিদ্যমান আছে এমন কোন কর্মের অধিকার লঙ্ঘনকারী সকল অনুলিপি এবং ঐরূপ অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরির জন্য ব্যবহৃত বা ব্যবহারের জন্য উদ্দীষ্ট প্লেট এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সোর্স কোড কমপাইলেশন, ডাটা, ডিজাইন ডকুমেন্টেশন, টেবিল এবং আনুষঙ্গিক চার্টসমূহ কপিরাইটের মালিকের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে, যিনি উহাদের দখল পুনরুদ্ধারের বা উহাদের রূপান্তর সম্পর্কে আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

তবে শর্ত থাকে যে, কপিরাইটের মালিক কোন অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপির রূপান্তর সম্পর্কে কোন প্রতিকার পাইবেন না, যদি বিবাদী আদালতে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে,

(ক) কর্মটির কপিরাইট বিদ্যমান আছে মর্মে তিনি জ্ঞাত ছিলেন না এবং তাহার এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল যে, কর্মটির অনুলিপি অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি নয় এবং উহার কপিরাইট বিদ্যমান ছিল; বা

(খ) ঐরূপ অনুলিপি বা প্লেট কোন কর্মের কপিরাইটের অধিকার লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট নয় মর্মে তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল।

**৮৬। কপিরাইটের মালিক কার্যধারায় পক্ষ হইবে।-** (১) কোন একচেটিয়া লাইসেন্সধারী কর্তৃক কপিরাইট লঙ্ঘন বিষয়ে দায়েরকৃত প্রত্যেক দেওয়ানী মামলা বা অন্যান্য দেওয়ানী কার্যধারায় কপিরাইটের মালিককে বিবাদি করিতে হইবে, যদি না আদালত ভিন্নরূপ নির্দেশ দান করে, এবং যে ক্ষেত্রে এইরূপ মালিক বিবাদি হয়, একচেটিয়া লাইসেন্সধারীর দাবির বিরোধিতা করিবার অধিকার তাহার থাকিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কপিরাইট লঙ্ঘন বিষয়ে একচেটিয়া লাইসেন্সধারী কর্তৃক দায়েরকৃত কোন দেওয়ানী মামলা বা কার্যধারা কৃতকার্য হয়, সেক্ষেত্রে একই কারণে কপিরাইটের মালিক কর্তৃক আনীত নতুন মামলা বা অন্য কোন দেওয়ানী কার্যধারা রক্ষণীয় হইবে না।

**৮৭। মধ্যস্থতাকারী (Intermediary) বা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারীর দায়বদ্ধতা।-** মধ্যস্থতাকারী (Intermediary) বা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বা অন্য কোন তৃত্বীয় পক্ষের মাধ্যমে কোন কর্মের প্রণেতা বা তাহার বৈধ লাইসেন্সধারীর কপিরাইট বা অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে উক্ত কর্মের প্রণেতা বা তাহার বৈধ লাইসেন্সধারী ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান, মধ্যস্থতাকারী (Intermediary) বা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বা তৃত্বীয় পক্ষ বরাবর লিখিত আপত্তি জানানো সাপেক্ষে উক্ত মধ্যস্থতাকারী (Intermediary) বা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বা তৃত্বীয় পক্ষ উক্ত আপত্তিকৃত কর্মের সমুদয় অনুলিপি তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন মাধ্যম হইতে যথাশীঘ্র অপসারণপূর্বক অভিযোগকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে। অন্যথায় উক্ত মধ্যস্থতাকারী (Intermediary) বা নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী বা তৃত্বীয় পক্ষ কপিরাইট লঙ্ঘন জনিত অপরাধের জন্য দায়ী হইবে।

**৮৮। অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি বা অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্লেট বা সফ্‌ট কপি বিলিবণ্টন।-** এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার করিবারকালে, অভিযুক্ত অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হউক বা না হউক, রেজিস্ট্রার, বোর্ড বা আদালত উহার নিকট অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি বা অধিকার লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত প্লেট বা সফ্ট বা ডিজিটাল বা অনুরূপ অন্য কোন কপিরূপে প্রতীয়মান বস্তু-তথা অভিযুক্ত অপরাধীর দখলভুক্ত কর্মটির সমস্ত অনুলিপি বা সমস্ত প্লেট ধ্বংস করিবার বা কপিরাইটের মালিককে বুঝাইয়া দিবার বা রেজিস্ট্রার, বোর্ড বা আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করে সেভাবে বিলিবণ্টন করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

**৮৯। তল্লাশি, আটক ও জব্দ করিবার ক্ষমতা।–** (১) কোন স্থানে কোন কর্মের লংঘিত অনুলিপি তৈরী, সংস্থাপন, সংকলন, পরিবেশন, সম্পাদন বা সম্প্রচার করা হইতেছে বা উক্তরূপ লংঘিত কর্মের মজুদ রহিয়াছে বা পরিবাহিত হইতেছে এমন বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে, পদমর্যাদায় সহকারী রেজিষ্ট্রারের

নিম্নে নহেন এমন কোন কপিরাইট কর্মকর্তা, রেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্য লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে, কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ভবন, স্থাপনা, অবকাঠামো বা যানবাহনে আরোহন, যাচাই, তল্লাশি এবং লংঘিত অনুলিপি আটক ও জব্দ করিতে পারিবেন।
(২) রেজিস্ট্রার, উপধারা (১) এ উল্লিখিত লংঘিত অনুলিপি তল্লাশি আটক ও জব্দ করিবার লক্ষ্যে, জেলা প্রশাসক অথবা জেলা তথ্য কর্মকর্তাকে ক্ষমতায়ন করিতে পারিবেন।

**৯০। কপিরাইট কর্মকর্তাকে সহযোগিতা প্রদান।**– এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন অভিযান পরিচালনা বা কোন আইনগত কার্যধারা পরিচালনার জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন হইলে, রেজিষ্ট্রার কর্তৃক অনুরোধ সাপেক্ষে, জনবল সরবরাহপূর্বক উক্তরূপ সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক বা তাহার মনোনীত কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, পুলিশ, আনসার, অন্য কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষ, প্রণেতা, সম্পাদনকারী, পরিবেশক, প্রকাশক ও সম্প্রচারে নিয়োজিত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা এবং বানিজ্যিক সংগঠণের প্রতিনিধিবৃন্দকে এই আইনে দায়িত্ব প্রদান, কর্তৃত্ব আরোপ ও ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

**৯১। লঙ্ঘিত অনুলিপি জব্দ করিতে পুলিশের ক্ষমতা।**- (১) পদমর্যাদায় সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহেন এমন এমন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি এই মর্মে কপিরাইট অফিসের রেজিস্ট্রার বা উপযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা অবহিত বা আদিষ্ট হন যে, এই আইনের অধীনে বর্ণিত কোন কর্মের কপিরাইট লঙ্ঘনজনিত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাহা হইলে তিনি গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই কর্মটির সকল অনুলিপি এবং লঙ্ঘনকারী অনুলিপি তৈরি, বিতরণ, প্রদর্শন ও বহনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল প্লেট, সফ্‌ট কপি বা ডিজিটাল বা অনুরূপ অন্য কোন কপি সামগ্রী, উপকরণ যেখানেই পাওয়া যায়, জব্দ করিতে পারিবেন এবং আইন লঙ্ঘনকারীকে গ্রেফতার করিতে পারিবেন। অনুরূপভাবে জব্দকৃত সকল কপি, প্লেট, সফ্‌ট কপি, উপকরণ এবং গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে এখতিয়ারভূক্ত আদালত-এর সম্মুখে উপস্থাপন করিবেন।
(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে জব্দকৃত কোন কর্মের অনুলিপি বা যন্ত্রপাতি বা দ্রব্যসামগ্রী বা প্লেটে বা সফ্‌ট কপি বা ডিজিটাল বা অনুরূপ অন্য কোন কপিতে বা অনুরূপ দ্রব্যাদিতে স্বার্থ রহিয়াছে এমন যে কোন ব্যক্তি ঐরূপ জব্দ হওয়ার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনুরূপ অনুলিপি বা যন্ত্রপাতি বা দ্রব্যসামগ্রী সফ্‌ট কপি বা প্লেট তাহাকে ফেরত দেওয়ার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট, দরখাস্তকারী ও বাদীর শুনানি গ্রহণের পর এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরো তদন্ত করিয়া দরখাস্তের উপর তাহার বিবেচনায় উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন অথবা সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করিতে পারিবেন।

**৯২। কপিরাইট লঙ্ঘন প্রতিকারে টাস্কফোর্স গঠন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।**- পাইরেসি বন্ধকল্পে উপযুক্ত সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে সরকার কপিরাইট টাস্কফোর্স গঠন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিতে পারিবে। উক্ত টাস্কফোর্স-এর কার্যক্রমের পরিধি কিংবা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সম্পর্কে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আদেশ জারি করা হইবে।

**৯৩। বাজেয়াপ্ত কর্ম ও বস্তুর ব্যবস্থাপনা।**– এই আইনের অধীন অভিযান পরিচালনাকালে বা কোন ন্যায় নির্ণয়ন অথবা বিচারাদেশের ফলে বাজেয়াপ্ত কোন কর্ম ও বস্তু-

(ক) সঙ্গীত, শব্দ-ধ্বনি রেকর্ডিং, ফটোগ্রাফি ও চলচ্চিত্রের ভিসিপি, ভিসিআর, ভিসিডি, ডিভিডি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে (দ্বিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক) কোন কর্ম বা উহা ধারণকারী বস্তু ধংস করিয়া,

(খ) কোন স্থাপত্য শিল্পকর্মের চিত্রাংকন, রেখাচিত্র, খোদাই, আলোকচিত্র, ডিজিটাল কর্ম বিনষ্ট করিয়া অথবা উক্ত কর্মের কপিরাইটের মালিক ইচ্ছুক হইলে, বোর্ড কর্তৃক বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে নিরূপিত বিমোচন মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে, তাহাকে প্রদান করিয়া,

(গ) কোন সাহিত্য, নাট্যকর্মের প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িকী ও সংবাদপত্রের অনুলিপি ধংস করিয়া অথবা উক্ত কর্মের কপিরাইটের মালিক ইচ্ছুক হইলে, বোর্ড কর্তৃক বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে নিরূপিত বিমোচন মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে, তাহাকে প্রদান করিয়া,

(ঘ) কোন কম্পিউটার-ডিজিটাল কর্ম ধংস করিয়া অথবা উক্ত কর্মের কপিরাইটের মালিক ইচ্ছুক হইলে, বোর্ড কর্তৃক বাজেয়াপ্তির পরিবর্তে নিরূপিত বিমোচন মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে, তাহাকে প্রদান করিয়া,

(ঙ) কোন সম্প্রচার কর্মের সম্প্রচার ও উহার সংস্থাপন দ্রব্যাদি বিনষ্ট করিয়া,

(ছ) ইন্টারনেটে ধারণকৃত কর্ম ইন্টারনেট হইতে অপসারণ করিয়া;

ব্যবস্থিত করা হইবে।

## অধ্যায়-১৭

## আপীল

**৯৪। ম্যাজিস্ট্রেটের কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**- ধারা ৮৮, ৮৯ বা ৯১ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি, আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

**৯৫। রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**- (১) রেজিস্ট্রারের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ যে কোন ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। তবে বোর্ড যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী যুক্তিসংগত কারণে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পরও বোর্ড অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার অধীন বোর্ড কর্তৃক শুনানী গ্রহণকালে রেজিস্ট্রার বোর্ডের সদস্য সচিব হিসাবে শুনানীতে নথি-পত্র ইত্যাদি উপস্থাপন করিতে পারিবেন, কিন্তু বিচারকার্যে সরাসরি অংশ গ্রহণ করিতে পরিবেন না।

**৯৬। বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।**- ধারা ৯৫ এর অধীন আপীলে প্রদত্ত কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ ব্যতীত, বোর্ডের কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি ঐ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রদানের তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

**৯৭। তামাদি গণনা।-** এই অধ্যায়ের অধীন আপীলের জন্য প্রদত্ত তিন মাসের সময় গণনায়, যে আদেশ বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, উহার সার্টিফাইড কপি বা, ক্ষেত্রমত, সিদ্ধান্তের রেকর্ড প্রদানের জন্য গৃহীত সময় বাদ দিতে হইবে।

## অধ্যায়-১৮

## বিবিধ

**৯৮। রেজিস্ট্রার এবং বোর্ড এর দেওয়ানী আদালতের কতিপয় ক্ষমতা।-** দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন কপিরাইটসংশ্লিষ্ট কোন দেওয়ানী মামলার বিচার চলাকালে রেজিস্ট্রার ও বোর্ড এর নিম্নোক্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে; যথাঃ-

(ক) সমন প্রদান এবং কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথ পূর্বক পরীক্ষা করা;

(খ) কোন দলিল প্রদর্শন এবং উপস্থাপন করানো;

(গ) হলফনামাসহ সাক্ষ্য গ্রহণ;

(ঘ) সাক্ষ্য বা দলিল পরীক্ষার জন্য কমিশন মঞ্জুর;

(ঙ) কোন আদালত বা কার্যালয় হইতে কোন সরকারি নথি বা উহার অনুলিপি তলব করা;

(চ) বিধিদ্বারা নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

ব্যাখ্যাঃ- দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসরণপূর্বক সাক্ষীর উপস্থিতি বলবৎকরণার্থে, রেজিস্ট্রার বা, ক্ষেত্রমত, বোর্ডের অধিক্ষেত্র হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

**৯৯। রেজিস্ট্রার বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ প্রদানের আদেশ ডিক্রির ন্যায় কার্যকর হইবে।-** রেজিস্ট্রার বা বোর্ড কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত অর্থ প্রদানের প্রত্যেক আদেশ বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপীলে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রেজিস্ট্রার, বোর্ড বা ক্ষেত্রমত, সুপ্রীমকোর্টের রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী মর্মে গণ্য হইবে এবং অনুরূপ আদালতের ডিক্রীর ন্যায় অভিন্ন পদ্ধতিতে কার্যকরযোগ্য হইবে।

**১০০। অব্যাহতি।-**এই আইনের উদ্দেশ্য সাধনে সরল বিশ্বাসে কৃত বা করার অভিযোগের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা বা আইনগত কার্যক্রম চলিবে না।

**১০১। জনসেবক।-** এই আইনের অধীন নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং বোর্ডের প্রত্যেক সদস্য দন্ডবিধির ধারা ২১ এ Public Servant (জনসেবক) কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সে অর্থে Public Servant (জনসেবক) বলিয়া গণ্য হইবেন।

**১০২। বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা ।-** (১) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে সরকার বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ক্ষুন্ন না করিয়া অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথথাঃ-

(ক) চেয়ারম্যান এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণের কর্মের মেয়াদ ও নিয়াগের শর্তাবলী,

(খ) এই আইনের অধীন দাখিলযোগ্য অভিযোগ ও দরখাস্ত এবং মঞ্জুরীযোগ্য লাইসেন্সের ফরম,

(গ) রেজিষ্ট্রার বা বোর্ডের সমীপে কার্যধারায় অনুসরণীয় পদ্ধতি,

(ঘ) ধারা ৪৪-এর উপ-ধারা (২) এর অধীন দরখাস্ত ও দলিলের শর্তাবলী,

(ঙ) ধারা ৪৪-এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কপিরাইট সমিতি নিবন্ধন হওয়ার শর্তাবলী,

(চ) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিবন্ধন বাতিলের তদন্ত,

(ছ) ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর অধীনে কপিরাইট সমিতিকে প্রদেয় ক্ষমতার শর্ত এবং উক্ত উপ-ধারার দফা (খ) এর অধীন অধিকারের মালিকদের অনুরূপ ক্ষমতা অর্পণের ক্ষমতা প্রত্যাহারের শর্তাবলী,

(জ) ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কপিরাইট সমিতি কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যুকরণ, ফি আদায় এবং অধিকারের মালিকদের মধ্যে অনুরূপ ফি বন্টনের শর্তাবলী,

(ঝ) ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে ফিস আদায় ও বণ্টন বিষয় অধিকারে মালিকদের অনুমোদন, ফিস হিসাবে আদায়কৃত কোন অর্থের সদ্ব্যবহার এবং অনুরূপ মালিকদের তাহাদের অধিকারসমূহে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি,

(ঞ) ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন কপিরাইট সমিতি কর্তৃক রেজিস্টারের নিকট বিবরণী দাখিল,

(ট) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন রয়্যালটি নির্ধারণ এবং অনুরূপ রয়্যালটি প্রদানের জন্য জামানত গ্রহণের পদ্ধতি,

(ঠ) এই আইনের অধীন প্রদেয় রয়্যালটি প্রদানের পদ্ধতি,

(ড) কপিরাইট সমিতি কর্তৃক হিসাব এবং অন্যান্য আনুষংগিক নথি সংরক্ষণ এবং বার্ষিক হিসাব বিবরণীর নমুনা ও পদ্ধতি এবং ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন অধিকারের ব্যক্তি মালিককে প্রদত্ত পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি,

(ঢ) এই আইনের অধীন রক্ষিতব্য কপিরাইট রেজিস্টারের ফরম এবং উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এমন বিবরণী,

(ণ) যে সকল বিষয়ে রেজিস্ট্রার এবং বোর্ডের দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে,

(ত) এই আইনের অধীন প্রদেয় ফিস,

(থ) এই আইন দ্বারা রেজিস্টারের ব্যবস্থাপনায় বা নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত কপিরাইট অফিসের কার্যাদি ও অন্য সকল বিষয়।

**১০৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।-** এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে যাহা এই আইনের অনূদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) **The Copyright Act 2018** নামে অভিহিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন ও উক্ত ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**১০৪। রহিতকরণ, হেফাজত এবং ক্রান্তিকালীন বিধান।-** (১) এই আইন কার্যকর করার সাথে সাথে Copyright Ordinance, 1962 (Ord. No. XXXIVof 1962), অতঃপর উক্ত অধ্যদেশটি বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

(২) উক্ত অধ্যদেশটি উক্তরূপে রহিত হওয়া সত্বেও –

(ক) উক্ত অধ্যাদেশটির অধীন কৃত বা গৃহিত ব্যবস্থা, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় ততদূর পর্যন্ত, হতিমধ্যে কৃত কাজকর্ম বা গৃহিত ব্যবস্থা ক্ষুন্ন না করিয়া এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত অধ্যাদেশটির অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত অধ্যাদেশটির অধীন সূচীত কোন কার্যধারা অসম্পূর্ণ থাকিলে উহা উক্ত আইন অনুযায়ী এমনভাবে সমাপ্ত করা হইবে, যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

(৩) কপিরাইট আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ২৮ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(৪) উক্ত আইনটি উক্তরূপে রহিত হওয়া সত্বেও –

(ক) উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহিত ব্যবস্থা, যতদূর পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় ততদূর পর্যন্ত, হতিমধ্যে কৃত কাজকর্ম বা গৃহিত ব্যবস্থা ক্ষুন্ন না করিয়া এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত আইনের অধীন সূচীত কোন কার্যধারা অসম্পূর্ণ থাকিলে উহা উক্ত আইন অনুযায়ী এমনভাবে সমাপ্ত করা হইবে, যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই।

---

## দৃষ্টি আকর্ষণঃ

**কপিরাইট আইনের উপর্যুক্ত খসড়ার বিষয়ে অংশীজনের কোন মতামত থেকে থাকলে ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে তা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিম্নলিখিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করা হলঃ *rahman_m31@yahoo.com***